রিযিক আল্লাহর হাতে

মুহাম্মদ জাহেদুল আহছান তারেক

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned by CamScanner

তোহ্ফা

হে আল্লাহ! আমার শ্রদ্ধেয় প্রাণপ্রিয় মা আয়শা আক্তার বানুকে যতদিন বাঁচিয়ে রাখ, ততদিন তাকে সুস্থ রাখ। আর যেদিন তার মৃত্যু হবে সেদিন তাকে ঈমানী মৃত্যু নসীব কর। আমীন ॥

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned by CamScanner

সূচিপত্র

ভূমিকা ॥ ৭
রিযিক কি? ॥ ৯
প্রধান প্রধান রিযিক ॥ ৯
রিযিকের প্রকারভেদ ॥ ১০
আল্লাহই রিযিকদাতা ॥ ১১
আল্লাহ উত্তম রিযিকদাতা ॥ ১১
আল্লাহই রিযিক দিয়ে থাকেন ॥ ১২
আল্লাহ উত্তম প্রতিপালক ॥ ১৩
আল্লাহ রিযিকের জিম্মাদার কেন? ॥ ১৪
আল্লাহ কতটুকু রিযিকের জিম্মাদার? ॥ ১৫
দুনিয়ার রিযিক মুমিন ও কাফির নির্বিশেষে সবাইকে দেয়া হয়
রিযিক আল্লাহর অনুগ্রহ ॥ ১৫
আল্লাহ তার রিযিক বন্ধ করে দিলে কেউ তার রিযিক দিতে পারবে না ॥ ১৬
আল্লাহ তাঁর অবাধ্য ব্যক্তিকে পেরেশানিযুক্ত জীবিকা দিয়ে থাকেন ॥ ১৬
দুনিয়ার রিযিকে প্রাচুর্য ও স্বল্পতার উপর আখিরাতের সাফল্য ও ব্যর্থতা নির্ভরশীল নয় ॥ ১৬
আল্লাহর অনুগত ব্যক্তি ও জাতি সহজে রিযিক লাভ করে থাকে ॥ ১৭
ঈমানদার ব্যক্তি রিযিকের উপর সন্তুষ্ট থাকে ॥ ১৮
নির্ধারিত জীবিকা আসবেই ॥ ১৯
রিযিক বণ্টনের খোদায়ী ব্যবস্থাপনা ॥ ২০
আল্লাহর দেয়া অলৌকিক খাদ্যের বিশ্লেষণ ॥ ২৩
রিযিকের জন্য শুধু আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করতে হবে ॥ ২৫
আল্লাহ ভরসা অর্থ নিষ্কর্মতা নয় ॥ ২৭
রিযিক অনুসন্ধানের নির্দেশ ॥ ২৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

রিযিক অনুসন্ধানে রাসূল সা.-এর বাণী ॥ ২৯
রিযিক অনুসন্ধানে হযরত ওমর রা.-এর গৃহীত ব্যবস্থা ॥ ৩০
যে সমস্ত রিযিকের জন্য চেষ্টা করতে হয় না ॥ ৩০
অবৈধ উপায়ে অর্জিত সম্পদকে আল্লাহ রিযিক নামে অবহিত করেননি ॥ ৩০
ইসলামে হালাল রিযিকের গুরুত্ব ও মর্যাদা ॥ ৩২
মানুষকে দেয়া সম্পদ ও প্রাচুর্যের রহস্য ॥ ৩৩
অবিশ্বাসীদের সম্পন্নতার রহস্য ॥ ৩৪
ধন-সম্পদ সঞ্চয় করে রাখা ও আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় না করার পরিণতি ॥ ৩৬
ইনফাক (আল্লাহর রাস্তায় অর্থ ব্যয়) এমন একটি ব্যবসা যাতে কোনো লোকসান নেই ॥ ৩৯
রিযিক দৌলতের অধিকারী হওয়ার সীমা ॥ ৩৯
বৈধ পন্থায় সম্পদ অর্জনের জন্য করণীয় ॥ ৪২
ইসলামে সঞ্চয়ের নীতিমালা ॥ ৪৬
মানুষ ব্যতীত অন্য কোনো প্রাণী রিযিকের অভাবে কষ্ট পায় না ॥ ৪৬
মানুষ রিযিকের অভাবে কষ্ট পায় কেন? ॥ ৪৭
রিযিকের কষ্ট দূর করার জন্য করণীয় ॥ ৫১
রিযিকের কষ্ট দূর করার আরো কিছু উপায় ॥ ৫৬
আল্লাহ ছাড়া সবাই দরিদ্র ॥ ৫৭
দারিদ্র্যতার ফযিলত ॥ ৫৮
একটি সারগর্ভ দু'আ ॥ ৫৯
উপসংহার ॥ ৫৯
গ্রন্থ সূত্র ॥ ৬১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned by CamScanner

ভূমিকা

এই পৃথিবীর অঙ্গনে মুমিনদেরকে দু'টি সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করতে হয়। একটি হালাল জীবিকা উপার্জনের সংগ্রাম অপরটি আল্লাহর দ্বীন কায়েমের সংগ্রাম। উপরোক্ত দু'টি কাজই মুমিন মুসলমানদের জন্য ফরয। জীবন ও রিযিক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। রিযিক ছাড়া জীবন কল্পনা করা যায় না। রিযিকের ব্যাপারটি মানুষের জন্য দারুণ সমস্যাসঙ্কুল, বস্তুত রিযিক মানুষকে সদা বিব্রত ও ব্যস্ত করে রাখে। শুধু তাই নয়, এ সমস্যা মানুষের দুঃখ-দুর্দশা বৃদ্ধি করে, স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটায়, এমনকি তাকে ধ্বংসের দ্বার পর্যন্ত পৌঁছে দেয়, এ সমস্যা মানুষকে করে পাপী ও অসদাচারী। এ সমস্যা মানুষকে আল্লাহর দরজা ও উপাসনা থেকে সরিয়ে নিয়ে যায় সৃষ্টির সেবার পথে, ফলে মানুষকে দুনিয়ায় যেমন– ক্লান্ত, শ্রান্ত, জীর্ণ, অপমানকর ও হেয় জীবন-যাপন করতে হয়, তেমন পরকালেও যেতে হয় নিঃস্ব অবস্থায়। ইসলামে হালাল উপায়ে উপার্জনকে ফরয করা হয়েছে এবং হারাম পথে উপার্জন করাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। রিযিকের ব্যাপারে আল্লাহ কত অধিক সংখ্যক আয়াত নাযিল করেছেন, তিনি বার বার বান্দার রিযিকের দায়িত্ব নিজের উপর তুলে নেয়ার কথাটি ঘোষণা করেছেন। তাছাড়া যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ ও আলিম-ওলামারা সর্বদা এ বিষয় নিয়ে উপদেশ ও ওয়াজ নসিহত প্রদান করে এসেছেন এবং বিভিন্ন বই পুস্তক প্রকাশ করেছেন। তথাপি মানুষ সঠিক পথে ফিরে আসতে পারছে না। আল্লাহর উপর নির্ভর করে নিশ্চিত হতে পারছে না; বরং তাদের সেই একই ভয় একই দুর্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে, কি জানি সন্ধ্যায় বা কাল সকালে যদি রুজির ব্যবস্থা না হয়, চাকুরিটা যদি চলে যায়, হঠাৎ যদি অসুস্থ হয়ে পড়ি, বৃদ্ধ বয়সে কি দিয়ে চলব, কোনো সঞ্চয় করতে পারছি না, তাদের সিংহ-ভাগ এই ধারণা পোষণ করে যে ইসলামী অনুশাসন মেনে চললে রিযিক কমে যায়। বস্তুজগতের সহজতর অর্থনৈতিক উন্নতির ইচ্ছা করলে ইসলামের কিছু কিছু বিধান হতে চোখ ফিরিয়ে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

রাখতে হয়। এ ব্যাধির মূল কারণ হলো আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহ গভীরভাবে অনুধাবন না করা; তাঁর কুদরত ও সৃষ্টির বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা না করা। তাছাড়া রাসূল (সা.)-এর বাণীসমূহ বিস্মৃত হওয়া ও সলফে সালেহীনদের উপদেশ ও মূল্যবান কথাগুলোকে শয়তানের ছলনায় উপেক্ষা করা, রিযিকের জন্য আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করা যে ওয়াজিব সে কথা বেমালুম ভুলে যাওয়া।

আমি মানব জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে "রিযিকের মর্ম কথা" নামে একটি বই প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিই। প্রকাশনা সংস্থা আহসান পাবলিকেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক পরম শ্রদ্ধেয় জনাব গোলাম কিবরিয়া সাহেব বইটির নাম "রিযিক আল্লাহর হাতে" রাখার পরামর্শ দিলে বইটির নামকরণ তাঁদের পরামর্শ মোতাবেক করা হয়।

পরিশেষে একটি কথা বলে রাখা দরকার, এই বই লেখায় আমার কোনো কৃতিত্ব নেই। কৃতিত্ব শুধু পবিত্র কুরআন-হাদীস, বিভিন্ন লেখক-লেখিকা, গবেষক, প্রবন্ধকারের লেখা থেকে সংগ্রহ করে রিযিক সম্পর্কিত বিষয়সমূহের সারমর্ম লিপিবদ্ধ করার মধ্যে সীমাবদ্ধ। যেমন– মধু সঞ্চয়নে মধু মক্ষিকার যেটুকু কৃতিত্ব, তাজমহল বিনির্মাণে মুটে-মজুরদের যেটুকু কৃতিত্ব, মালা গ্রন্থনে মালাকারের যেটুকু কৃতিত্ব আমি কেবল সেটুকু কৃতিত্বের দাবিদার মাত্র।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

রিযিক কি ?

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে রিযিক যে অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে তার মর্ম ব্যাপক। রিযিক বললে লোকেরা সাধারণত খাওয়া পরার দ্রব্যসামগ্রী বুঝে থাকে। আরবী ভাষায় "রিযিক" শুধুমাত্র খোরাক-পোশাকের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এর সাধারণ অর্থ দান, পুরস্কার, ভাগ্য, সত্য জ্ঞান, নির্ভুল তথ্য ইত্যাদি। আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ায় যা কিছু মানুষকে দান করেছেন তা সবই তার রিযিক।

রিযিকের আভিধানিক অর্থ এমন বস্তু যা কোনো প্রাণী আহার্যরূপে গ্রহণ করে, যার দ্বারা সে দৈহিক শক্তি সঞ্চয় করে, প্রবৃদ্ধি সাধন করে, জীবন রক্ষা করে এবং পার্থিব প্রয়োজন মিটিয়ে থাকে। রিযিকের জন্য মালিকানা শর্ত নয়। সকল জীব-জন্তু রিযিক ভোগ করে থাকে। কিন্তু তারা তার মালিক নয়, কারণ মালিক হওয়ার যোগ্যতা তাদের নেই। অনুরূপভাবে ছোট্ট শিশুরাও মালিক নয়, কিন্তু ওদের রিযিক অব্যাহতভাবে তাদের কাছে পৌঁছে থাকে। রিযিক হালালও হতে পারে ও হারামও হতে পারে, যখন কোনো ব্যক্তি অবৈধভাবে অন্যের মাল হস্তগত ও উপভোগ করে, তখন উক্ত বস্তু তার রিযিক হওয়া সাব্যস্ত হয়, তবে অবৈধ পন্থা অবলম্বন করার কারণে তার জন্য হারাম হয়। যদি সে লোভের বশবর্তী হয়ে অবৈধ পন্থা অবলম্বন না করত তাহলে তার নির্ধারিত রিযিক বৈধ পন্থায় তার নিকট পৌঁছে যেত।

প্রধান প্রধান রিযিক

অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, সুস্বাস্থ্য, শ্রবণ শক্তি, দৃষ্টি শক্তি, বাক শক্তি, আনন্দিত হওয়ার শক্তি, দুঃখের সময় কেঁদে দুঃখ লাঘব করার যোগ্যতা, সচ্ছলতা, সমমনা জীবন সাথী, সন্তোষজনক সন্তান, নিজস্ব বাড়ি (গ্রামে যাদের বাড়ি আছে শহরে ভাড়া বাড়িতে থাকে তারাও বাড়িহীন নয়), শুভাকাঙ্ক্ষী ভাই বোন, সৎ প্রতিবেশী, আন্তরিক সহকর্মী, সহমর্মী আত্মীয়-স্বজন, নিঃস্বার্থক বন্ধু-বান্ধব, নির্মল বায়ু। মানুষের চাহিদার তালিকা বেশ দীর্ঘ। মানুষেরা খাদ্য চায়, পানি চায়, ঘর চায়, পোশাক চায়, ঔষধ চায়, শিক্ষা চায়, ভাব প্রকাশের সুযোগ চায়, বাহন চায়,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned by CamScanner

নিরাপত্তা চায়, যুলুমের প্রতিকার চায় ইত্যাদি। মানুষের যাবতীয় প্রয়োজন মেটানো বা চাহিদা পূরণের জন্য মানুষের জীবনকে স্বাচ্ছন্দ্য করার জন্য, মানুষের জীবনকে সুন্দর করার জন্য এবং মানুষের জীবনকে সমুন্নত করার জন্য আল্লাহ যেসব নেয়ামতের ব্যবস্থা করেছেন সেইগুলো সবই মানুষের রিযিক। উল্লেখ্য যে, অন্যান্য সৃষ্টির রিযিকের ব্যবস্থাও আল্লাহ করে থাকেন।

রিযিকের প্রকারভেদ

রিযিক চার প্রকার :

(ক) রিযিকে মাজমুন ঃ যা খেয়ে মানুষ মোটামুটিভাবে বেঁচে থাকে। আল্লাহ তা'আলা যে রিযিকের জিম্মাদারি নিয়েছেন, এটিই ঐ শ্রেণীর রিযিক। যুক্তি ও শরীয়তের প্রমাণাদি অনুযায়ী ঐ শ্রেণীর ব্যাপারেই আল্লাহর উপর ভরসা করা ওয়াজিব।

(খ) রিযিকে মাকসুম ঃ এটা হলো সেই রিযিক; যা আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেকের জন্য বণ্টন করে দিয়েছেন এবং লাওহে মাহ্ফুযে লিখে রেখেছেন। যার জন্য যতটুকু নির্ধারণ করে রাখা হয়েছে, তার থেকে এতটুকু মাত্র কম বেশি হবে না। এমনকি যখন যা যার পাওয়ার তার থেকে এতটুকু মাত্র আগে-পরেও হবে না। একেবারে সুনির্দিষ্ট সময় মোতাবেক পরিমাণ মত যারটা সে পেয়ে যাবে। রাসূলে করীম (সা.) বলেন– 'রিযিক লিপিবদ্ধ রয়েছে, সে ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনার কিছু নেই। কোনো পুণ্যবানের পুণ্য তা কিছু বৃদ্ধি করতে পারবে না এবং কোনো অসদাচারীর অন্যায় কাজ তা কিছু কমাতে পারবে না।'

(গ) রিযিকে মামলুক ঃ এটি ঐ ধরনের রুজি; যা বান্দা তার কর্ম দ্বারা দুনিয়াবী রিযিকের একটি অংশের অধিকার লাভ করে। মহান আল্লাহ বলেন– "আনফিকু মিম্মা রাযাক্বনাকুম" অর্থাৎ আমি তোমাদের যে রিযিকের মালিক করেছি তা থেকে খরচ কর।

(ঘ) রিযিকে মাওউদ ঃ আল্লাহ তা'আলা তার মুত্তাকী (খোদাভীরু) বান্দার জন্য তাকওয়ার শর্ত সাপেক্ষে নিশ্চিতভাবে বিনা চেষ্টায় যে রিযিক দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সেটি। যেমন মহান আল্লাহ বলেন– "যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তাকে বিপদমুক্ত থাকতে পথ খুলে দেন এবং তাকে অভাবনীয়ভাবে রিযিক প্রদান করেন।"

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned by CamScanner

আল্লাহই রিযিকদাতা

আল্লাহর গুণবাচক নাম (اَلرَّزَّاقُ) "আররায্যাকু" অর্থ– সকলের জীবিকা প্রদানকারী।

(اَلرَّازِقُ) "আর্‌রাযিকু অর্থ– (সর্বোত্তম জীবিকাদাতা), ইংরেজীতে– The Provider অর্থ– He, who provides all thinks beneficial to his creatures.

اِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ.

"আল্লাহ নিজেই রিযিকদাতা এবং অত্যন্ত শক্তিধর ও পরাক্রমশালী।" (সূরা আযযারিয়াত : আয়াত-৫৮)

وَاللهُ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ.

"আল্লাহ সর্বোত্তম রিযিকদাতা।" (সূরা জুমু'আ : আয়াত-১১)

وَارْزُقْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ.

"আমাদের জীবিকা দান কর এবং তুমি সর্বোত্তম জীবিকা দানকারী।" (সূরা মায়েদা : আয়াত-১১৪)

আল্লাহ উত্তম রিযিকদাতা

এই পৃথিবীতে রিযিক দানের পরোক্ষ মাধ্যম যে যাই হোক না কেন তাদের সবার চেয়ে উত্তম রিযিকদাতা হলেন, আল্লাহ তা'আলা। দুনিয়াতে যারা আমাদেরকে বেতন, পারিশ্রমিক বা খাদ্য দিচ্ছে বলে দেখা যায়, যাদেরকে তাদের শিল্প ও কারিগরি দক্ষতা দিয়ে কিছু করতে দেখা যায় অথবা যাদেরকে অন্যদের অপরাধ ক্ষমা করতে, দয়া করতে এবং সাহায্য করতে দেখা যায়, এসব আল্লাহর রিযিক দানের পরোক্ষ মাধ্যম। রিযিকদাতা, স্রষ্টা, উদ্ভাবক, দাতা এবং এই ধরনের বহু গুণ রয়েছে যা আসলে আল্লাহর গুণ। কিন্তু রূপক অর্থে বান্দাদের সাথে সংশ্লিষ্ট করা হয়। যেমন আমরা বলি অমুক ব্যক্তি রোজগারের ব্যবস্থা করে দিয়েছে, সে উপহারটি দিয়েছে, কিংবা অমুক ব্যক্তি জিনিসটি তৈরি করেছে। তাদের সবার চেয়ে বড় রিযিকদাতা, বড় সৃষ্টিকর্তা, বড় দয়ালু, বড় ক্ষমাকারী এবং বড় সাহায্যকারী হলেন, আল্লাহ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ.

"এবং নিশ্চয় আল্লাহ সবচেয়ে ভাল রিযিকদাতা।" (সূরা হজ্জ : আয়াত-৫৮)

وَمَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهٗ وَهُوَ الرّٰزِقِيْنَ.

"যা কিছু তোমরা ব্যয় কর, তার জায়গায় তিনি তোমাদের আরো দেন, তিনি সব রিযিকদাতার চেয়ে ভাল রিযিকদাতা।" (সূরা সাবা : আয়াত-৩৯)

اَمْ تَسْئَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ. وَّهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ.

"তুমি কি তাদের কাছে কিছু চাচ্ছ? তোমার জন্য তোমার রব যা দিয়েছেন সেটিই হলো ভাল এবং তিনি সবচেয়ে ভাল রিযিকদাতা।" (সূরা মু'মিনুন : আয়াত-৭২)

আল্লাহই রিযিক দিয়ে থাকেন

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

وَكَاَيِّنْ مِّنْ دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا. اَللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ.

"এমন অসংখ্য জীব রয়েছে যারা নিজেদের রিযিকের ভাণ্ডার বহন করে বেড়ায় না, আল্লাহই তাদের রিযিক দেন এবং তোমাদের রিযিকও তিনি দেন।" (সূরা আল-আনকাবূত : আয়াত-৬০)

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. كُلٌّ فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ.

"পৃথিবীতে এমন কোনো জীব নেই যার রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহর ওপর নয়। তিনি জানেন কার বাস কোথায় এবং তাকে কোথায় রাখা হয়। সব কিছু একটি সুনির্দিষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে।" (সূরা হূদ : আয়াত-৬)

وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَاَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ وَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُوْنٍ. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَّسْتُمْ لَهٗ بِرٰزِقِيْنَ. وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَآئِنُهٗ. وَمَا نُنَزِّلُهٗٓ اِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ.

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

"আমি পৃথিবীকে ছড়িয়ে দিয়েছি। এর ওপর পাহাড় গেঁড়ে দিয়েছি। এর মধ্যে পরিমাণমতো নানা ধরনের গাছপালা জন্মিয়েছি। এর মধ্যে তোমাদের জন্য জীবিকার ব্যবস্থা করেছি এবং তাদের জন্য যাদের রিযিকদাতা তোমরা নও। এমন কোনো জিনিস নেই যার ভাণ্ডার তাঁর হাতে নয় এবং তা সুনির্দিষ্ট পরিমাণে নাযিল করে থাকি।" (সূরা আল-হিজর : আয়াত-১৯-২১)

وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيْهَا وَقَدَّرَ فِيْهَآ اَقْوَاتَهَا فِىْٓ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ. سَوَآءً لِّلسَّآئِلِيْنَ.

"তিনি (পৃথিবীকে অস্তিত্ব দানের পর) ওপর থেকে পাহাড় গেঁড়ে দিয়েছেন। এতে বারাকাত দান করেছেন। আর এতে সকল প্রার্থীর চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী সঠিক পরিমাণে রিযিক নির্দিষ্ট করেছেন, মাত্র ৪ (চার) দিনে।" (সূরা হামীম আস-সাজদা : ১০)

وَمِنَ الْاَنْعَامِ حَمُوْلَةً وَّفَرْشًا. كُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ.

"সেই আল্লাহই গৃহপালিত জন্তুদের মধ্যে এমন জন্তুও সৃষ্টি করেছেন, যা যাত্রী বহন ও ভার বহনের কাজে ব্যবহৃত হয় এবং যা খাদ্য ও বিছানার প্রয়োজন পূর্ণ করে। তোমরা খাও ঐসব জিনিস যা আল্লাহ তোমাদেরকে রিযিকস্বরূপ দান করেছেন।" (সূরা আল-আনআম : আয়াত-১৪২)

আল্লাহ উত্তম প্রতিপালক

মহান আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করার পূর্বেই আমাদের জন্য এতো সুরক্ষিত ও শান্তিপূর্ণ বসবাসস্থল রচনা করেছিলেন। তারপর আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এমনভাবে যে, এক উত্তম ধরনের দেহ, পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, অতি উচ্চমানের দৈহিক ও মানসিক শক্তি প্রতিভাসহ। এই সোজা ঋজু দেহাকৃতি হাত পা, চক্ষু, কান ও নাক, বাকশক্তিসম্পন্ন জিহ্বা এবং অতীব উত্তম যোগ্যতা ও প্রতিভাসম্পন্ন মগজ আমরা নিজেরা নিয়ে আসিনি। আমাদের মাতা-পিতাও তা বানিয়ে দেয়নি। কোনো নবী ও অলি বা দেবতার এসব বানানোর ক্ষমতা নেই। এসবের রচনাকারী হলেন সেই সুবিজ্ঞ, দয়াবান ও চূড়ান্ত শক্তির অধিকারী সত্তা, যিনি মানুষকে যখন অস্তিত্ব দানের ফায়সালা করেছিলেন তখনই দুনিয়ায় কাজ করার জন্য এইরূপ নজিরবিহীন এক দেহ সৌষ্ঠব দান করেই আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

অতঃপর জন্মলাভ করার সাথে সাথে তাঁর দয়ায় আমরা প্রচুর পবিত্র খাদ্য পেয়েছি, পানাহারের এমন সব পবিত্র উপকরণ লাভ করেছিলাম যা বিষাক্ত নয়, সুস্বাস্থ্যদায়ক, দেহের লালন প্রবৃদ্ধির জন্য সর্বাপেক্ষা উপযোগী খাদ্য, প্রাণ ও প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদানে সমৃদ্ধ। পানি, খাদ্য, শস্য, তরকারি, ফলমূল, দুধ, মধু, গোশত, লবণ, মরিচ ও মশলা আমাদের পুষ্টি সাধনের জন্য এসব অত্যন্ত উপযোগী এবং জীবনদায়িনী শক্তিই শুধু নয়, বরং জীবনের পরিপূর্ণ আস্বাদ লাভের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। এই পৃথিবীতে এসব জিনিস কে এত প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ করেছে, ভূমি থেকে খাদ্যের এ অগণিত ভাণ্ডার উৎপাদনের এই ব্যবস্থা কে করেছে যে, যার যোগান কখনো বন্ধ হয় না? চিন্তা করে দেখুন, রিযিকের এই ব্যবস্থা না করে যদি আমাদেরকে সৃষ্টি করা হতো তাহলে আমাদের জীবনের পরিস্থিতি কী দাঁড়াত? সুতরাং এটি কি এ বিষয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণ নয় যে, আমাদের স্রষ্টা (আল্লাহ) শুধু স্রষ্টাই নন বরং উত্তম প্রতিপালকও।

আল্লাহ্ রিযিকের জিম্মাদার কেন?

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তাঁর ইবাদতের জন্য বানিয়েছেন। মানুষের শরীরকে তাঁর ইবাদতের উপযোগী করে রাখার জন্য যতটুকু রিযিকের প্রয়োজন ততটুকু রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহর উপর। তাহলেই আল্লাহর মানুষ সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য সাধিত হবে। করামিয়ার জৈনিক বুজুর্গ এ ব্যাপারে সুন্দর একটা বর্ণনা দিয়েছেন, তিনি বলেন যে, তিনটি কারণে আল্লাহর উপর বান্দার রিযিকের জিম্মাদারি বর্তে। প্রথমতঃ তিনি প্রভু এবং আমরা তাঁর দাস। প্রভুর উপর দাসের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটানো অবশ্যই কর্তব্য। যেমন দাসের জন্য প্রভুর সেবা করা অবশ্যই কর্তব্য। দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ্ বান্দাকে রিযিকের মুখাপেক্ষী করে সৃষ্টি করেছেন। অথচ রিযিক অর্জনের কোনো পন্থা বা উপায় বাতলিয়ে দেননি। বান্দা জানে না কিসে তাদের রিযিক আছে, তাদের রিযিক কি এবং কি করে তা পাওয়া যাবে? সুতরাং আল্লাহর জন্য বান্দার প্রয়োজনীয় রিযিকের ব্যবস্থা করা অপরিহার্য। তৃতীয়তঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাকে ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। অথচ রিযিকের অনুসন্ধান তাতে বাধা সৃষ্টি করে, ইবাদত করা কঠিন হয়ে পড়ে, তাই আল্লাহর জন্য বান্দার রুজির ব্যাপারে প্রয়োজন মিটিয়ে দেয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে। না হলে বান্দার ইবাদতে লিপ্ত থাকা অসম্ভব হয়ে দেখা দেয়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned by CamScanner

আল্লাহ কতটুকু রিযিকের জিম্মাদার?

রাসূল (সা.) বলেছেন– "আদম সন্তানের এ ক'টি ছাড়া আর কোনো হক নেই- থাকার মতো ঘর, সতর ঢাকার পরিমাণ কাপড় এবং শুকনা রুটি ও পানি।" বাঁচার জন্য মানুষের কমপক্ষে এ তিনটি জিনিসই জরুরি- বাসস্থান, কাপড় ও ভাত। এ তিনটি প্রতিটি মানুষের হক বলে হাদীসে বলা হয়েছে। এ হাদীসের মর্ম হলো– এ তিনটি মানুষের হক। এর অতিরিক্ত মানুষ যা পায় তা আল্লাহর দেয়া, যার হিসাব দিতে হবে। যা হক এর কোনো হিসাব দিতে হবে না। এ তিনটি হক যে পায়, আল্লাহর প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়ার অধিকার তার নেই, কারণ তার হক শুধু এটুকুই। আর সবই আল্লাহর নিয়ামত।

দুনিয়ার রিযিক মুমিন ও কাফির নির্বিশেষে সবাইকে দেয়া হয়

وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّارْزُقْ اَهْلَهٗ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ. قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَاُمَتِّعُهٗ قَلِيْلاً.

"আর এও স্মরণ কর যে, ইব্রাহীম দু'আ করেছিলেন; হে আমার রব! এই শহরকে শান্তি ও নিরাপত্তার শহর বানিয়ে দাও। আর এর অধিবাসীদের মধ্য থেকে যারা আল্লাহ ও আখিরাতকে মানবে তাদেরকে সব রকমের ফলের আহার্য করো। জবাবে তার রব বললেন- আর যে মানবে না দুনিয়ার গুটি কয়েক দিনের জীবনের সামগ্রী আমি তাকেও দিবো।" (সূরা আল-বাকারা : আয়াত-১২৬)

রিযিক আল্লাহর অনুগ্রহ

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ مَنَامُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاۤؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ.

"আর তাঁর নিদর্শনাদির মধ্যে রয়েছে তোমাদের রাতে ও দিনে নিদ্রাগমন এবং তোমাদের তাঁর অনুগ্রহ (রিযিক) সন্ধান করা।" (সূরা আররূম : ২৩)

لِيَجْزِىَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْ فَضْلِهٖ.

"যেন আল্লাহ তা'আলা ঈমানদার ও নেককার লোকদেরকে তাঁর অনুগ্রহ (রিযিক) দানে গণ্য করতে পারেন।" (সূরা-আররূম : ৪৫)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

আল্লাহ তার রিযিক বন্ধ করে দিলে কেউ তার রিযিক দিতে পারবে না

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

اَمَّنْ هٰذَا الَّذِىْ يَرْزُقُكُمْ اِنْ اَمْسَكَ رِزْقَهٗ ۚ بَلْ لَّجُّوْا فِىْ عُتُوٍّ وَّنُفُوْرٍ.

"অথবা বল, তোমাদেরকে কে রিযিক দিতে পারে, রহমানই যদি তার রিযিক দান বন্ধ করে দেন?" (সূরা আল মুল্‌ক : আয়াত-২১)

اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ.

"আল্লাহ যাকে চান রিযিকের প্রাচুর্য দান করেন আর যাকে চান পরিমিত রিযিক দেন।" (সূরা আর-রাদ : আয়াত-২৬)

আল্লাহ তাঁর অবাধ্য ব্যক্তিকে পেরেশানিযুক্ত জীবিকা দিয়ে থাকেন

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِىْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى.

"আর যে ব্যক্তি আমার স্মরণ থেকে, আমার উপদেশনামা থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকে তার জন্য রয়েছে সঙ্কীর্ণ (পেরেশানিযুক্ত) জীবিকা। আর কিয়ামতের দিন আমি তাকে উঠাবো অন্ধ করে।" (সূরা তাহা : ১২৪)

দুনিয়ার রিযিকে প্রাচুর্য ও স্বল্পতার উপর আখিরাতের সাফল্য ও ব্যর্থতা নির্ভরশীল নয়

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُوْنَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ، وَالَّذِيْنَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ. وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ.

"যে সব লোক কুফরি পথ অবলম্বন করেছে তাদের জন্য দুনিয়ার জীবন বড়ই

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

প্রিয় ও মনোমুগ্ধকর করা হয়েছে। এ ধরনের লোকেরাই ঈমানের পথ অবলম্বনকারীদের বিদ্রূপ করে। কিন্তু কিয়ামতের দিন ধর্মভীরু লোকেরাই তাদের মোকাবেলায় উন্নত মর্যাদায় আসীন হবে। আর দুনিয়ার জীবিকার ক্ষেত্রে আল্লাহর যাকে ইচ্ছা তাকে অপরিমিত দান করে থাকেন।" (সূরা আল বাকারা : আয়াত-২১২)

আল্লাহর অনুগত ব্যক্তি ও জাতি সহজে রিযিক লাভ করে থাকে

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا. وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ.

"যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে চলে আল্লাহ তাকে কঠিন অবস্থা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার পথ দেখান এবং এমন উপায়ে তাকে রিযিক দেন, যে উপায়ের কথা সে কখনো কল্পনাও করেনি।" (সূরা আত-তালাক : ২, ৩)

وَاَنِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْآ اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّيُؤْتِ كُلَّ ذِىْ فَضْلٍ فَضْلَهٗ. وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنِّىْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيْرٍ.

"এবং তোমরা যদি তোমাদের রবের নিকট ক্ষমা চাও এবং তাঁর দিকে ফিরে আস, তাহলে তিনি তোমাদেরকে একটি মেয়াদ পর্যন্ত উক্ত জীবিকা দান করবেন এবং তার অনুগ্রহ হওয়ার যোগ্য প্রত্যেককে অনুগ্রহ করবেন। আর তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও, আমি তোমাদের জন্য এক ভয়াবহ দিনের আযাবের ভয় করছি।" (সূরা হূদ : আয়াত-৩)

وَيٰقَوْمِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْآ اِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَّيَزِدْكُمْ قُوَّةً اِلٰى قُوَّتِكُمْ وَلاَ تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِيْنَ.

"এবং ওহে আমার কাওম, তোমরা তোমাদের রবের নিকট ইস্তেগফার কর, তাঁর দিকে ফিরে আস, তাহলে তিনি তোমাদের জন্য আসমানের দুয়ার খুলে দিবেন এবং বর্তমান শক্তির সাথে আরো শক্তি যুক্ত করে দিবেন। তোমরা অপরাধী হয়ে মুখ ফিরিয়ে থেকো না।" (সূরা হূদ : আয়াত-৫২)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned by CamScanner

وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرٰةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ لَاَكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ. مِنْهُمْ اُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ. وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُوْنَ.

"এবং তারা যদি আত-তাওরাত, আল-ইঞ্জিল এবং তাদের প্রতি তাদের রবের কাছ থেকে যা কিছু নাযিল হয়েছে তা কায়েম করত তাহলে তারা ওপর থেকে রিযিক পেতো, নিচ থেকেও পেতো। তাদের মধ্যে কিছু লোক অভিপ্রেত পথেই আছে। কিন্তু তাদের বেশির ভাগ লোকই মন্দ কাজ করে চলছে।" (সূরা আল মায়েদা : আয়াত-৬৬)

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاَخَذْنٰـهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ.

"আর যদি জনপদের লোকেরা ঈমান আনতো এবং আল্লাহকে ভয় করে চলতো তাহলে আমি তাদের জন্য আসমান ও যমিনের বারাকাতের দুয়ার খুলে দিতাম। কিন্তু তারা মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিল। তাই আমি তাদের কামাই অনুযায়ী তাদেরকে পাকড়াও করলাম।" (সূরা আল-আ'রাফ : ৯৬)

ঈমানদার ব্যক্তি রিযিকের উপর সন্তুষ্ট থাকে

ঈমানদার ব্যক্তি কম বেশি যাই হোক আল্লাহ পাকের বণ্টনকৃত রিযিক দান ও অবদানের উপর সন্তুষ্ট থাকে, প্রথমতঃ এ কারণে যে, সে তার নিকট বিদ্যমান প্রতিটি নিয়ামতকে সরাসরি আল্লাহর দয়া এবং তাঁর অনুগ্রহরূপে ধারণ করে থাকে। দ্বিতীয়তঃ সে আল্লাহ তা'আলাকে ন্যায়বিচারক ও মহাবিজ্ঞ বলে বুঝে থাকে। এই মৌলিক বাস্তবতাকে হৃদয়ঙ্গম করার পর পার্থিব অর্থ সম্পদের ব্যাপারে তার মধ্যে আল্লাহ সম্পর্কে কখনো কোনো অভিযোগ সৃষ্টি হয় না। সে বৈধ ও অন্ন আহার্যের জন্য পরিপূর্ণ প্রচেষ্টা চালায় এবং এই প্রচেষ্টার অনিবার্য পরিণতিতে যা কিছু অর্জিত হয় তাতে সে সন্তুষ্ট হয়ে যায় এবং নিজের চেয়ে অধিকতর সচ্ছল ও সুখী ব্যক্তিদের অবস্থার পরে বিদ্বেষপরায়ণ হয় না এবং তার পরিশ্রমের পরিণতি ও ফলাফলকে ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার সাথে গ্রহণ করে। আর এটিই হলো অল্প তুষ্টির মর্মকথা। রাসূল (সা.) বলেছেন– 'হে মানবমণ্ডলী তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং ধন সম্পদের অনুসন্ধানে উত্তম পন্থা অবলম্বন কর। কেননা যে পর্যন্ত না কোনো ব্যক্তি তার ভাগ্যের অন্ন পরিপূর্ণ অর্জন করতে পারে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned by CamScanner

সে পর্যন্ত সে মৃত্যুবরণ করে না। যদিও তা অর্জনে বিলম্ব হোক না কেন? সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সম্পদ অন্বেষণে উত্তম পন্থা অবলম্বন কর, যা বৈধ তাই গ্রহণ কর আর যা অবৈধ তা বর্জন কর।' (ইবনে মাজাহ)

মহানবী (সা.) আরো এক স্থানে বলেছেন– 'সম্পদের প্রাচুর্য প্রকৃত ধনাঢ্যতা নয়; বরং অন্তর ও হৃদয়ের ঐশ্বর্যই হলো প্রকৃত ঐশ্বর্য ও ধনাঢ্যতা।' (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

কবির ভাষায়

হৃদয়ের ঐশ্বর্য যার সে সেরা ধনী
হলেও পাদুকাহীন উদাম অঙ্গখানি
ভুবন ভরিয়া যা কিছু থাক
যথেষ্ট নয়কো তোমার তরে
অঢেল জানিও স্বল্প সম্পদে
যদিও তুমি তুষ্ট উহার পরে।

নির্ধারিত জীবিকা আসবেই

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنِّىْ لاَ اَعْلَمُ شَيْئًا يُّقَرِّبُكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ وَيُبَعِّدُكُمْ مِّنَ النَّارِ اِلاَّ اَمَرْتُكُمْ بِهٖ وَلاَ اَعْلَمُ شَيْئًا يُّبَعِّدُكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ وَيُقَرِّبُكُمْ مِّنَ النَّارِ اِلاَّ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ وَالرُّوْحُ الْاَمِيْنُ نَفَثَ فِىْ رَوْعِىْ اِنَّ نَفْسًا لَّنْ تَمُوْتَ حَتّٰى تَسْتَوْفِىَ رِزْقُهَا وَاِنْ اَبْطَاْعَنْهَا فَاتَّقُوا اللهَ وَاَجْمِلُوْا فِى الطَّلَبِ وَلاَ يَحْمِلَنَّكُمُ اسْتِبْطَاءُ شَىْءٍ مِّنَ الرِّزْقِ اَنْ تَطْلُبُوْهُ بِمَعْصِيَةٍ فَاِنَّ اللهَ تَعَالٰى لاَ يُنَالُ مَا عِنْدَهٗ مِنَ الرِّزْقِ وَغَيْرِهٖ بِمَعْصِيَةٍ.

রাসূল সা. বলেছেন– 'নিশ্চয়ই আমার জানামতে যেসব কাজ তোমাদের বেহেশতের নিকটবর্তী করে দেয় এবং দোযখ হতে দূরে সরে রাখে আমি তোমাদের সেই কাজের হুকুম দিয়েছি এবং আমার জানামতে তোমাদের বেহেশত হতে দূরে সরিয়ে দেয় এবং দোযখের নিকটবর্তী করে দেয়, আমি তোমাদের তা হতে নিষেধ করেছি এবং রূহুল আমীন (জিবরাঈল আ.) আমার অন্তরে ইলহাম

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

করেছেন যে, নিশ্চয়ই কেউ মরবে না, যে পর্যন্ত না পুরোপুরি তার জীবিকা ভোগ করে, যদিও জীবিকা দেরিতে পায়। আল্লাহকে ভয় কর এবং জীবিকা অন্বেষণে সংক্ষেপ কর। (দুনিয়া উপার্জনের সীমা অতিক্রম করো না এবং লোভী হয়ো না। শরীয়ত বিরোধী অবৈধ উপার্জন হতে বেঁচে থাক) আর খবরদার! জীবিকা প্রাপ্তিতে দেরি হওয়া যেন তোমাদের এই কথার উপর উৎসাহিত না করে যে, আল্লাহর নাফরমানি পন্থায় তা অর্জনে লেগে যাও। কেননা আল্লাহর কাছে রিযিক ইত্যাদি যা কিছু আছে তার নাফরমানি দ্বারা অর্জন করা সম্ভব নয়।' (ইবনে আবিদ্দুনিয়া, বায়হাকী)

রিযিক বণ্টনের খোদায়ী ব্যবস্থাপনা

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ.

"তোমার রব যার জন্য চান রিযিক প্রশস্ত করেছেন, আর যার জন্য চান তা সঙ্কীর্ণ করেছেন।" (সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত-৩০)

وَكَاَيِّنْ مِّنْ دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا. اَللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ.

"কত জন্তু-জানোয়ার এমন আছে যারা নিজেদের রিযিক বহন করে চলে না; আল্লাহই তাদেরকে রিযিক দান করেন, আর তোমাদের রিযিকদাতাও তিনি।" (সূরা আনকাবূত : আয়াত-৬০)

اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهٗ.

"আল্লাহ তো নিজের বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা রিযিক প্রশস্ত করেছেন আর যাকে ইচ্ছা রিযিক সঙ্কীর্ণ করেছেন।" (সূরা আনকাবূত : আয়াত-৬২)

وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهٖ لَبَغَوْا فِى الْاَرْضِ وَلٰكِنْ يُّنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآءُ.

"আল্লাহ যদি তাঁর সকল বান্দাকে উন্মুক্ত রিযিক দান করতেন, তাহলে তারা যমিনের বুকে বিদ্রোহের তুফান সৃষ্টি করে দিত। কিন্তু তিনি একটি পরিমাণ অনুসারে যতটা ইচ্ছা নাযিল করেন।" (সূরা আশশূরা, আয়াত-২৭)

اَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَ. نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا.

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

"তোমার রবের রহমতের বণ্টন কাজ কি তারা সম্পন্ন করে? দুনিয়ার জীবনে তাদের জীবন-যাপনের উপকরণতো আমরাই তাদের মধ্যে বণ্টন করেছি। আর তাদের মধ্যে কিছু লোককে অপর কিছু লোকের উপর আমরাই প্রাধান্য দিয়েছি, যেন তারা পরস্পর পরস্পরের সহায়তা গ্রহণ করতে পারে।" (সূরা আল-যুখরুফ : আয়াত-৩২)

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً مُّبٰرَكًا فَاَنْۢبَتْنَا بِهٖ جَنّٰتٍ وَّحَبَّ الْحَصِيْدِ. وَالنَّخْلَ بٰسِقٰتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيْدٌ. رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ. وَاَحْيَيْنَا بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا. كَذٰلِكَ الْخُرُوْجُ.

"আর আমরা উর্ধ্বলোক থেকে অতীব বরকতময় পানি অবতীর্ণ করেছি। তারপর তার সাহায্যে বাগান ও কৃষিজাত শস্যাদি এবং সু-উচ্চ সমুন্নত খেজুর বৃক্ষ সৃষ্টি করেছি, যাতে ফলের সম্ভার পূর্ণ ছড়া একের পর একটি ধরে। তা বান্দাদের জন্য রিযিক দেয়ার ব্যবস্থা মাত্র।" (সূরা ক্বাফ : আয়াত-৯-১১)

اَوَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ. اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ.

"তাদের কি জানা নেই যে, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তার রিযিক প্রশস্ত করে দেন আর যাকে ইচ্ছা তার রিযিক সঙ্কীর্ণ করে দেন। তার মধ্যে নিদর্শন রয়েছে সেই লোকদের জন্য যারা ঈমান রাখে।" (সূরা আযযুমার : ৫২)

اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ.

"আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা রিযিক প্রশস্ত করে দেন এবং যাকে ইচ্ছা তা পরিমিত মাত্রায় দেন।" (সূরা আল কাসাস : আয়াত-৮২)

لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ. يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ. اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ.

"আকাশমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের তাবত ভাণ্ডারের কুঞ্জিকা তাঁরই হাতে নিবদ্ধ, যাকে তিনি চান প্রশস্ত রিযিক দান করেন এবং যাকে চান পরিমিত দান করেন। তিনি সর্ববিষয়ে ইল্‌মের অধিকারী।" (সূরা-আশশূরা : আয়াত-১২)

وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ.

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

"আল্লাহ যাকে চান বিনা হিসাবে রিযিক দান করেন।" (সূরা আন-নূর : ৩৮)

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُوْنَ.

"আকাশমণ্ডলে রয়েছে তোমাদের জীবন জীবিকা এবং সেই জিনিসও যার ওয়াদা তোমাদের নিকট করা হচ্ছে।" (সূরা আযযারিয়াত : আয়াত-২২)

اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ. وَفَرِحُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا. وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلاَّ مَتَاعٌ.

"আল্লাহ যাকে ইচ্ছা রিযিক সম্প্রসারিত করেন এবং যাকে চান মাপাজোকা রিযিক দান করেন, এরা দুনিয়ার জীবনে উল্লসিত, অথচ দুনিয়ার জীবন আখিরাতের তুলনায় সামান্য সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয়।" (সূরা আররাদ : আয়াত-২৬)

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهٗ فِىْ حَرْثِهٖ. وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا لا وَمَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ.

"যে আখিরাতের কৃষি ক্ষেত চায় আমি তার কৃষি ক্ষেত বাড়িয়ে দেই। আর যে দুনিয়ার কৃষি ক্ষেত চায় তাকে দুনিয়ার অংশ থেকে দিয়ে থাকি। কিন্তু আখিরাতে তার কোন অংশ নেই।" (সূরা আশশূরা : ২০)

اَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَ. نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا. وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ. وَلَوْلاَ اَنْ يَّكُوْنَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَنْ يَّكْفُرُ بِالرَّحْمٰنِ لِبُيُوْتِهِمْ سُقُفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَّمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُوْنَ لا وَلِبُيُوْتِهِمْ اَبْوَابًا وَّسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُوْنَ لا وَزُخْرُفًا ط وَاِنْ كُلُّ ذٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ط وَالْاٰخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِيْنَ.

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

"তোমার রবের রহমত কি এরা বণ্টন করে? দুনিয়ার জীবনে এদের মধ্যে জীবন যাপনের উপায় উপকরণ আমি বণ্টন করেছি এবং এদের মধ্য থেকে কিছু লোককে অপর কিছু সংখ্যক লোকের উপর অনেক বেশি মর্যাদা দিয়েছি, যাতে এরা একে অপরের সেবা গ্রহণ করতে পারে। এদের নেতারা যে সম্পদ অর্জন করেছে তোমার রবের রহমত তার চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান। সমস্ত মানুষ একই পথের অনুসারী হয়ে যাবে যদি এই আশঙ্কা না থাকত তাহলে যারা দয়াময় আল্লাহর সাথে কুফরি করে, আমি তাদের ঘরের ছাদ, যে সিঁড়ি দিয়ে তারা তাদের বালাখানায় উঠে সেই সিঁড়ি দরজাসমূহ এবং যে সিংহাসনের উপর তারা বালিশে হেলান দিয়ে বসে তা সবই রৌপ্য এবং স্বর্ণের বানিয়ে দিতাম, এগুলো শুধু পার্থিব জীবনের উপকরণ। তোমার রবের দরবারে আখিরাত শুধু মুত্তাকীদের জন্য নির্দিষ্ট।" (সূরা আযযুখরুফ : আয়াত-৩২-৩৫)

قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِىْ خَلَقَ الْاَرْضَ فِىْ يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُوْنَ لَهٗٓ اَنْدَادًا. ذٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ. وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيْهَا وَقَدَّرَ فِيْهَآ اَقْوَاتَهَا فِىْ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ. سَوَآءً لِّلسَّآئِلِيْنَ.

"হে নবী এদের বল! তোমরা কি সে আল্লাহর সাথে কুফরি করছ এবং অন্যদের তাঁর সাথে শরীক করছ, তিনি দু'দিনে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। তিনি এই বিশ্বজাহানের রব। তিনি পৃথিবীকে অস্তিত্ব দানের পর ওপর থেকে তার ওপর পাহাড় স্থাপন করেছেন এবং তাতে বরকত দান করছেন। আর তার মধ্যে সব প্রার্থীর জন্য প্রত্যেকের চাহিদা ও প্রয়োজন অনুসারে সঠিক পরিমাপে খাদ্য সরবরাহ করেছেন।" (সূরা হা-মীম আস সাজদাহ : আয়াত-৯-১০)

আল্লাহর দেয়া অলৌকিক খাদ্যের বিশ্লেষণ

وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى. كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ. وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْآ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ.

"আমি তোমাদের উপর মেঘমালার ছায়া দান করলাম, তোমাদের জন্য সরবরাহ করলাম মান্না ও সালওয়া নামক খাদ্য এবং তোমাদের বললাম যে, পবিত্র দ্রব্য সামগ্রী আমি তোমাদের দিয়েছি তা আহার কর এবং তারা আমার কোনো

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

অনিষ্ট করেনি বরং তারা নিজেদের উপর নিজেরাই যুলুম করেছে।" (সূরা আল-বাকারা : আয়াত-৫৭)

يٰبَنِىٓ اِسْرَآئِيْلَ قَدْ اَنْجَيْنٰكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوٰعَدْنٰكُمْ جَانِبَ الطُّوْرِ الْاَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى. كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيْهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِىْ. وَمَنْ يَّحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِىْ فَقَدْ هَوٰى.

"হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদের শত্রুদের হাত থেকে তোমাদের মুক্তি দিয়েছি এবং তুরের ডান পার্শ্বে তোমাদের উপস্থিতির জন্য সময় নির্ধারণ করেছি আর তোমাদের প্রতি মান্না ও সালওয়া অবতীর্ণ করেছি। খাও আমার দেয়া পবিত্র রিযিক এবং তা খেয়ে সীমালজ্ঘন করো না। অন্যথায় তোমাদের উপর গযব আপতিত হবে। আর যার উপর আমার গযব আপতিত হবে তার পতন অবধারিত।" (সূরা ত্ব-হা : আয়াত-৮০-৮১)

'মান্না ও সালওয়া' আল্লাহর পক্ষ থেকে এক প্রকার অলৌকিক খাদ্য। বনী ইসরাঈল তাদের বাস্তুহারা জীবনের সুদীর্ঘ ৪০ বছর পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে এ খাদ্য লাভ করতে থেকেছে। 'মান্না' ছিল ধনিয়ার দানার চেয়ে ক্ষুদ্রাকৃতির এক ধরনের খাদ্য। যেগুলো বর্ষিত হতো কুয়াশার মতো। তা জমিতে পতিত হওয়ার পর জমে যেতো। আর 'সালওয়া' ছিল- ক্ষুদ্রাকৃতির কবুতরের মতো এক প্রকারের পাখি। আল্লাহর অসীম অনুগ্রহে এ খাদ্যের প্রচুর প্রাচুর্য ছিল। বিপুল জনসংখ্যার অধিকারী একটি জাতি দীর্ঘকাল পর্যন্ত এ খাদ্যের উপর জীবন নির্বাহ করেছে। তাদের কাউকে কোনো দিন অনাহারে থাকতে হয়নি। ('মান্না ও সালওয়া' সম্পর্কের বাইবেলের যাত্রা পুস্তক ঃ ১৬ অনুচ্ছেদ গণনা পুস্তক ঃ ১১ অনুচ্ছেদ ৭-৯ ও ৩১-৩৬ শ্লোক এবং য়িশয় ঃ ৫, অনুচ্ছেদ-১২, শ্লোক ঃ যিহে শূয় ঃ ৫ ঃ ১২ বর্ণনা রয়েছে)

আল-কুরআনের সূরা আল-ইমরানের ৩৭নং আয়াতে নিম্নোক্ত অলৌকিক খাদ্যের বর্ণনা পাওয়া যায়।

كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ ۙ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۚ قَالَ يٰمَرْيَمُ اَنّٰى لَكِ هٰذَا ۖ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۖ اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ.

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

"যাকারিয়া যখনই তার কাছে মেহরাবে যেতো, তার কাছে কিছু না কিছু পানাহার সামগ্রী পেতো। জিজ্ঞেস করতো মারয়াম! এগুলো তোমার কাছে কোথা থেকে এলো? সে জবাব দিতো- আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে। আল্লাহ যাকে চান বে-হিসাবে দান করেন।" (সূরা ইমরান : ৩৭)

রিযিকের জন্য শুধু আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করতে হবে

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اِنَّ اللهَ بَالِغُ اَمْرِهِ.قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.

"এবং এমন পন্থায় তাকে রিযিক দেবেন যা সে কল্পনাও করতে পারে না। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর নির্ভর করে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তার কাজ সম্পূর্ণ করে থাকেন। আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের জন্য একটা মাত্রা ঠিক করে রেখেছেন।" (সূরা আততালাক : আয়াত-৩)

ইবনে আবি হাতেম ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে হাদীস উদ্ধৃত করেছেন যে, নবী (সা.) বলেছেন– 'যে ব্যক্তি সব মানুষের চেয়ে অধিক শক্তিশালী হতে চায় সে যেন আল্লাহর উপর "তাওয়াক্কুল" করে। যে ব্যক্তি সবার চেয়ে অধিক ধনবান হতে চায় সে যেন তার নিজের কাছে যা আছে তার চেয়ে আল্লাহর কাছে যা আছে তার ওপর বেশি আস্থা ও নির্ভরতা রাখে, আর যে ব্যক্তি সবার চেয়ে বেশি মর্যাদার অধিকারী হতে চায় সে যেন মহান আল্লাহকে ভয় করে।'

সাইয়িদিনা মসীহ আলাইহিস সালাম তাঁর সাথীদের বলেছিলেন ঃ 'কেহই দুই কর্তার দাসত্ব করিতে পারে না, কেননা সে হয়তো একজনকে দ্বেষ করিবে আরেকজনকে প্রেম করিবে, নয়তো একজনের প্রতি অনুলিপ্ত হইবে, আরেকজনকে তুচ্ছ করিবে; তোমরা ঈশ্বর এবং ধন উভয়ের দাসত্ব করিতে পার না। এজন্য আমি তোমাদিগকে বলিতেছি 'কি ভোজন করিব, 'কি পান করিব বলিয়া প্রাণের বিষয়ে কিংবা 'কি পরিব বলিয়া শরীরের বিষয়ে ভাবিত হইওনা; বক্ষ হইতে প্রাণ ও বস্ত্র হইতে শরীর কি বড় বিষয় নয়? আকাশে পক্ষিদের প্রতি দৃষ্টিপাত কর? তাহারা বুনেও না, কাটেও না, গোলা ভরে সঞ্চয়ও করে না, তথাপি স্বর্গীয় পিতা তাহাদিগকে আহার দিয়া থাকেন; তোমরা কি তাহাদের চেয়ে অধিক শ্রেষ্ঠ নও? আর তোমাদের মধ্যে কে ভাবিত হইয়া আপন বয়স এক হস্ত

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

মাত্র বৃদ্ধি করিতে পারে? আর বস্ত্রের নিমিত্ত কেন ভাবিত হও। ক্ষেত্রের কানড় পুষ্পের বিষয়ে বিবেচনা করা, সেগুলি কেমন বাড়ে, সে সকল শ্রম করে না তো সুতাও কাটে না; তথাপি আমি তোমাদেরকে বলিতেছি, শলোমন ও আপনার সমস্ত প্রতাপে ইহার একটির ন্যায় সুসহিত ছিলেন না। ভাল ক্ষেত্রের যে তৃণ আজ আছে ও কাল চুলায় ফেলিয়া দেওয়া যাইবে, তাহা যদি ঈশ্বর এইরূপ বিভূষিত করেন, তবে হে অল্প বিশ্বাসীরা তোমাদিগকে কি আরো অধিক নিশ্চয় বিভূষিত করিবে না? অতএব ইহা বলিয়া ভাবিত হইওনা যে; 'কি ভোজন করিব? বা কি 'পান করিব? বা 'কি পরিব? কেননা পরোজাতিয়েরাই এ সকল বিষয়ে চেষ্টা করিতে থাকে; তোমাদের স্বর্গীয় পিতা তো জানেন যে এ সকল দ্রব্য তোমাদের প্রয়োজন আছে। কিন্তু তোমরা প্রথমে তাঁহার রাজ্য ও তাঁহার ধাম্মিকতার বিষয়ে চেষ্টা কর, তাহলে ঐ সকল দ্রব্য তোমাদিগকে দেওয়া হইবে। অতএব কল্যকার নিমিত্ত ভাবিত হইও না, কেননা কল্য আপনার বিষয় আপনি ভাবিত হইবে; দিনের কষ্ট দিনের জন্য যথেষ্ট।' (মথি-৬ ঃ ২৪-৩৪)

হযরত হাসান বসরী (রহ.) বলেছেন, বসরা নগরীর সমস্ত অধিবাসী যদি আমার পোষ্যবর্গ হয় এবং একটি গমের বীজ যদি এক দিনার মূল্যে বিক্রি হয়, তথাপি আমি তাদের প্রতিপালনে একটুও ভীত এবং পশ্চাৎপদ হব না।

হযরত ওয়াহাব ইবনুল ওয়ারদ বলেছেন, যদি আকাশ লৌহনির্মিত হত (তথা থেকে এক ফোঁটাও বৃষ্টি বর্ষিত না হত) এবং জমিন কাঁসার পাত্র হত (তথা থেকে কোনো প্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন না হত) তখনো আমি জীবিকা প্রাপ্তির উপায় না দেখে যদি বিন্দুমাত্র বিচলিত হতাম তবে আমি মুশরিক হয়ে যাওয়ার ভয় করতাম। কেননা প্রকৃতপক্ষে জীবের জীবিকা সম্বন্ধে এ সমস্ত আসবাবের কোনো দখল নেই। মহাকৌশলী আল্লাহ তা'আলা উচ্চ আসমানের উপর জীবিকার ভার দিয়ে রেখেছেন। যাতে লোকে উপলব্ধি করতে পারে যে, তা মানব ক্ষমতার অতীত।

'নীস্ত কস্‌বে আসতাওয়াক্কুল খোবতর চীস্ত আস তাসলীসে খোদ মহুব্বতর।'
–মাসনবীয়ে রুমী

অর্থাৎ জীবিকার জন্য তাওয়াক্কুল অপেক্ষা উত্তম উপায় উপকরণ আর কোনটি নহে। আল্লাহর সম্মুখে মস্তক অবনত করার চেয়ে উত্তম কাজ এবং পছন্দনীয় জিনিস আর কি হতে পারে?

মুমিনদের একটি বড় পরিচয় হলো, তারা আল্লাহর উপর নির্ভরতা গ্রহণকারী তাওয়াক্কুলকারী। তাদের সবকিছুই তারা একমাত্র আল্লাহর উপর সোপর্দ করে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned by CamScanner

দেয়, একান্তভাবে নির্ভর করে আল্লাহর উপর। এককথায়, তাদের আরেক নাম "আল্লাহ ভরসা" কুরআন মজীদ এই তাওয়াক্কুলের শিক্ষা দিয়েছে নানাভাবে ও নানাভাষায় এর উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে–

"তাওয়াক্কুল কর একমাত্র আল্লাহর উপর। কর্মের দায়িত্ব গ্রহণকারী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।"

"আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল কর, যদি তোমরা মুমিন হও।"

"যে লোক আল্লাহর উপর ভরসা রাখে আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট।"

এভাবে শত শত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাওয়াক্কুল করার নির্দেশ দিয়েছেন। তার সংখ্যা গণনা করাও সম্ভব নয়।

আল্লাহ ভরসা অর্থ নিষ্কর্মতা নয়

'তাওয়াক্কুল' করার অর্থ সমস্ত কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে সম্পূর্ণ নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকা এবং আল্লাহই সবকিছু করে দিবেন তা মনে করা নয়। আল্লাহ এ দুনিয়ার কাজ-কর্ম সম্পাদনের নিয়ম-বিধান ঠিক করে দিয়েছেন, যেসব উপায়-উপকরণ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, সে সবকে বর্জন করা এবং তা গ্রহণ না করা কখনই তাওয়াক্কুলের অর্থ নয়। 'তাওয়াক্কুল' এর অর্থ মানুষ তার চেষ্টা ও সাধ্যানুযায়ী কাজ করে যাবে। ফলাফল আল্লাহর হাতে সোপর্দ করে দিবে। সে জমি চাষ করে বীজ গ্রহণের উপযোগী করবে সে জন্য যতটুকু খাটুনির প্রয়োজন হবে তা দেবে, তারপর তাতে বীজ বপণ করবে আর আল্লাহর কাছ থেকে ফসল পাওয়ার আশায় অপেক্ষা করবে। কেননা বান্দার কাজ যেখানে শেষ সেখান থেকে শুরু হয় একমাত্র আল্লাহর কাজ। দুনিয়ার যাবতীয় কর্মে মানবীয় কার্যক্রম প্রয়োগ করার পরও অবশ্য অনেক কিছুই অপূর্ণতা থেকে যায়, যা পরিপূরণের জন্য আল্লাহর উপর 'তাওয়াক্কুল' করতে হয়। কেননা সে অপূর্ণতা আল্লাহর ছাড়া আর কারোই জানা নেই। আর কেউ পূরণও করতে পারে না।

একজন মরুবাসী রাসূল (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হলো– সে তার উটটি মসজিদের সামনে খোলা অবস্থায় ছেড়ে দিয়ে এসেছিল। মনে করেছিল আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করলে সে উট কোথাও চলে যাবে না। বেঁধে রাখার প্রয়োজন নেই। তখন নবী করীম (সা.) তাকে যে বাক্যটি বললেন– তা তাওয়াক্কুল পর্যায়ে দুনিয়ার মুসলমানের জন্য চিরন্তন আদর্শ। তিনি বলেছেন ঃ 'আগে তুমি উটটিকে রশি দিয়ে বাঁধো, তারপর তাওয়াক্কুল কর।'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned by CamScanner

তাওয়াক্কুল পর্যায়ে রাসূলে করীম (সা.)-এর এই প্রখ্যাত হাদীসটিও স্মরণীয় ঃ 'তোমরা যদি আল্লাহর উপর যেমন তাওয়াক্কুল করা উচিৎ সেইরূপ তাওয়াক্কুল কর, তাহলে তিনি তোমাদের রিযিক দেবেন, যেমন পক্ষিকুলকে তিনি রিযিক দেন। ওরা সকালবেলা শূন্য পেটে উড়ে যায় আর সন্ধ্যাবেলা পেট ভর্তি হয়ে নীড়ে ফিরে আসে।'

এই হাদীসে পক্ষিকুলের উদর ভর্তি হওয়াটা সকালবেলা খাদ্য সন্ধানে বের হয়ে পড়া ও সে জন্য চেষ্টা করার উপর নির্ভরশীল বলা হয়েছে। নীড়ে বসে থাকলেই খাবার পাবে তা বলা হয়নি। বরং বের হয়ে যাওয়া ও খাদ্যের সন্ধানে সারাটি দিন লেগে থাকা একান্তই জরুরি বলে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। বস্তুত ইসলামে এ হচ্ছে তাওয়াক্কুল। এছাড়া তাওয়াক্কুলের ভিন্নতর কোনো অর্থ করা যেতে পারে না।

রিযিক অনুসন্ধানের নির্দেশ

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلاً فَامْشُوْا فِىْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِه. وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ.

"তিনিই সেই সত্তা, যিনি তোমাদের জন্য যমিনকে অনুগত বানিয়ে দিয়েছেন। অতএব তোমরা এর বুকে বিচরণ কর এবং আল্লাহর দেয়া রিযিক (আহরণ করে) খাও আর আবার জীবিত হয়ে তোমাদেরকে তাঁর দিকেই যেতে হবে।" (সূরা আল-মুলক : আয়াত-১৫)

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ. ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

"ওহে তোমরা যারা ঈমান এনেছ, জুমু'আর দিন যখন সালাতের জন্য ডাকা হয় আল্লাহর স্মরণে দৌড়ে আস, কেনা-বেচা ছেড়ে দাও। এটি তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জান। সালাত আদায় করে যমিনে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ (জীবিকা) তালাশ কর এবং বেশি করে আল্লাহকে স্মরণ করতে থাক। আশা করা যায় তোমরা সফল হবে।" (সূরা আল-জুমু'আ : আয়াত-৯-১০)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ.

"(হজ্জের সময়ে) তোমরা যদি তোমাদের রবের অনুগ্রহ (রিযিক) তালাশ কর এতে কোনো দোষ নেই।" (সূরা আল-বাকারা : ১৯৮)

وَجَعَلْنَا اٰيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ.

"এবং আমি দিনকে করেছি আলোকময়, যাতে তোমরা তোমাদের রবের অনুগ্রহ (রিযিক) তালাশ করতে পার।" (সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত-১২)

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا.

"এবং আমি দিনকে জীবিকা উপার্জনের সময় বানিয়েছি।" (সূরা আন-নাবা : আয়াত-১১)

রিযিক অনুসন্ধানে রাসূল সা.-এর বাণী

'তোমরা মাটির গভীর তলদেশে রিযিক তালাশ কর।' (আয়িশা (রা.), মুসনাদ আবী ইয়া'লা)

'কারো জন্য নিজের হাতের উপার্জনের চেয়ে উত্তম খাবার আর নেই'। (মিকদাম ইবন মা'দীকারাব (রা.), সহীহ আল বুখারী)

আল্লাহর রাসূল (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, 'কোন উপার্জন উত্তম?' তিনি বলেন– 'ব্যক্তির নিজের হাতের উপার্জন এবং সৎ ব্যবসা।' (রাফে' ইবন খাদীজ (রা.), মিশকাতুল মাসাবীহ)

আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন,

'তোমরা সালাতুল ফজর আদায়ের পর তোমাদের রিয্ক তালাশে নিয়োজিত না হয়ে ঘুমিয়ে থেকো না।' (আনাস ইবন মালিক (রা.), আলকাউলুল মুসাদ্দাদ)

"নির্ধারিত ফরযগুলোর পর হালাল জীবিকা তালাশ করাও ফরয।" (আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা.), সুনান আল-বায়হাকী)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned by CamScanner

রিযিক অনুসন্ধানে হযরত ওমর রা.-এর গৃহীত ব্যবস্থা

হযরত ওমর (রা.) দেখতে পেলেন- কিছু সংখ্যক লোক জুমু'আর নামায পড়ার পর মসজিদে একটি স্তম্ভকে কেন্দ্র করে বসে আছে। জিজ্ঞেস করলেন– তোমরা কারা? তারা বললেন– আমরা হচ্ছি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলকারী ব্যক্তি। তখন তিনি তাদের কাঁধ ধরে উপরে তুলে দাঁড় করিয়ে দিলেন এবং বললেন, 'তোমরা কেউ রিযিক লাভের জন্য কর্মে ব্যস্ত হওয়া থেকে বিরত হয়ে বসে থাকতে পারবে না। আর বসে বসে শুধু দু'আ করবে হে আল্লাহ! আমাদের রিযিক দাও, তাও হবে না। কেননা এটিতো জানার কথা যে, আকাশ থেকে স্বর্ণ-রৌপ্য বর্ষিত হয় না। আল্লাহ তা'আলা নিজেইতো বলে দিয়েছেন ঃ 'যখন নামায সম্পন্ন হয়ে যাবে, তখন পৃথিবীর চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে। আর আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করে বেড়াবে। আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করার অর্থ– আল্লাহর কাছ থেকে রিযিক পেতে চাওয়া কোনো না কোনো কর্মের মাধ্যমে। আর কাজ করলে রিযিক পাওয়া আল্লাহর একটি বিশেষ অনুগ্রহ ও দয়া ছাড়া আর কিছুই নয়।'

যে সমস্ত রিযিকের জন্য চেষ্টা করতে হয় না

মানুষের বেঁচে থাকার জন্য চাই বায়ু। পৃথিবীর চারদিক একটি পুরো বায়ুমণ্ডল জুড়ে দিয়ে আল্লাহ মানুষের চাহিদা পূরণ করছেন। এ চাহিদা আপনা-আপনি পূরণ হয়। শ্বাসযন্ত্রের মাধ্যমে বায়ু অটোমেটিক মানুষের ফুসফুসে যাতায়াত করে, বায়ুর চাহিদা মেটানোর জন্য মানুষকে কষ্ট করতে হয় না। চেষ্টা চালাতে হয় না। শীতের দিনে শীত তাড়ানোর জন্য তাপের প্রয়োজন। তাপ লাভের অন্যতম উপায়– রোদ পোহানো। কেউ শীত তাড়াতে চাইলে রোদে গিয়ে দাঁড়ালে শীত দূর হয়। এভাবে তাপ লাভের জন্য তাকে কারো সহযোগিতা নিতে হয় না অর্থাৎ সে একাই তার চাহিদা পূরণ করতে পারে।

অবৈধ উপায়ে অর্জিত সম্পদকে আল্লাহ রিযিক নামে অবহিত করেননি

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِۦٓ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ. وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّأَبْقٰى. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْئَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى.

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

"আর চক্ষু তুলে দেখবে না, দুনিয়াবি জীবনের জাঁকজমকের প্রতি, যাহা আমরা তাদের মধ্যকার বিভিন্ন লোককে দিয়েছি, তাদেরকে পরীক্ষার সম্মুখীন করার উদ্দেশ্যে। আসলে তোমার রবের দেয়া হালাল রিযিকই উত্তম ও স্থায়ী। তোমার পরিবার-পরিজনকে নামাযের আদেশ দাও। আর তুমি নিজেও তা দৃঢ়তার সাথে পালন করতে থাক। আমরা তোমার নিকট কোনো রিযিক চাই না, রিযিকতো আমরাই তোমাকে দিচ্ছি। আর শুভ পরিণাম তাকওয়ার জন্যই হয়ে থাকে"। (সূরা ত্বা-হা : আয়াত-১৩১-১৩২)

وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلاً طَيِّبًا. وَّاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْٓ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ.

"আল্লাহ তোমাদেরকে যা কিছু পবিত্র দান করেছেন তা খাও, পান কর এবং আল্লাহর নাফরমানি থেকে দূরে থাক, যার প্রতি তোমরা ঈমান এনেছ।" (সূরা আল-মায়েদা : আয়াত-৮৮)

ফাসিক ও নাফরমান লোকেরা অবৈধ উপায়ে ধন-সম্পদ সঞ্চয় করে নিজেদের জীবনে যে চাকচিক্য ও জাঁকজমকের সমাহার করে নেয়, একে হিংসা বা লোভের দৃষ্টিতে দেখা মুমিন ও তার সাথীদের আদৌ শোভা পায় না, উচিৎ নয়। মূলত ঐ ধন ঐশ্বর্য শান-শওকতের জিনিস হিংসার বা লোভের জিনিস নয়। যে পাক রিযিক নিজেদের শ্রম ও মেহনতের ফলে উপার্জন হয়, তা পরিমাণে যতই কম হোক না কেন সত্যপন্থী ঈমানদার লোকদের জন্য তাই উত্তম ও উৎকৃষ্ট। তাতেই এমন কল্যাণ ও মঙ্গল নিহিত রয়েছে যা দুনিয়া থেকে পরকাল পর্যন্ত বহাল থাকবে। তোমাদের সন্তান-সন্ততিরা যেন নিজেদের দারিদ্র্য ও অভাব অনটনের মোকাবেলায় এই হারামখোরদের আরাম-আয়েশ ও বিলাস উপকরণ দেখে মন ভাঙ্গা হয়ে না যায়। তাদেরকে নামায পড়ার আদেশ দাও। তারা যথারীতি নামায পড়লে তা তাদেরকে দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে দিবে, মূল্যমান বদলিয়ে দিবে। তাদের লক্ষ্যবস্তু বদলিয়ে যাবে। তারা পবিত্র ও হালাল রিযিক পেয়ে সন্তুষ্ট থাকবে। যদি বিপুল পরিমাণ ও প্রশস্ত মাত্রায় রিযিক লাভ হয় তবে গৌরবে ফুলে উঠবে না বরং সে আল্লাহর শোকর করবে। আল্লাহর সৃষ্টির সাথে বিনয় ও বদান্যতা ব্যবহার করবে। আল্লাহর মাল আল্লাহর পথে ব্যয় করতে কুণ্ঠিত হবে না। আর যদি সঙ্কীর্ণতা রিযিক লাভ করে কিংবা অভুক্ত থাকতেই বাধ্য হয় তবুও সবর করবে। বিশ্বস্ততা, আমানতদারি ও আত্মমর্যাদাকে কখনই হারাবে না এবং শেষ পর্যন্ত সে আল্লাহ দয়া ও অনুগ্রহের আশায় আশান্বিত হয়ে থাকবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned by CamScanner

ইসলামে হালাল রিযিকের গুরুত্ব ও মর্যাদা

ইসলামে জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে উপার্জনের গুরুত্ব যেমন অনেক তেমনিভাবে হালাল উপায়ে উপার্জনের গুরুত্বও অনেক বেশি। আল-কুরআন ও হাদীস শরীফে এ সম্পর্কে বিশেষভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে–

يَاأَيُّهَــا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلاَلاً طَيِّبًا ز وَّلاَ تَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ

إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ –

"হে মানব জাতি! পৃথিবীতে যা কিছু বৈধ ও পবিত্র খাদ্যবস্তু তা হতে তোমরা আহার কর এবং শয়তানের পথ অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।" (সূরা বাকারা : আয়াত-১৬৮)

يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا – إِنِّىْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ –

"হে রাসূলগণ! আপনার পবিত্র বস্তু হতে আহার করুন এবং সৎকর্ম করুন; আপনারা যা করেন সে সম্বন্ধে আমি সবিশেষ অবহিত।" (সূরা মুমিনুন : ৫১)

عَلِمَ اَنْ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَّرْضٰى. وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِى الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللهِ. وَاٰخَرُوْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ.

"তিনি জানেন তোমাদের মধ্যে কিছু লোক অসুস্থ হতে পারে, আর কিছু আল্লাহর অনুগ্রহ (রিযিক) সন্ধানে বিদেশ সফর করে আর কিছু লোক আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে।" (সূরা আল-মুযযাম্মিল : আয়াত-২০)

উপরোক্ত কুরআনের আয়াত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়–

❖ হালাল উপায়ে উপার্জন করা আল্লাহর নির্দেশ।

❖ নেক আমল করার পূর্বে পবিত্র জিনিস খাওয়ার নির্দেশ দেয়ায় এই কথা সুস্পষ্ট যে, হারাম খাওয়া ও নেক আমল এক সাথে চলতে পারে না। নেকির জন্য হালাল রিযিক গ্রহণ পূর্বশর্ত।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

❖ জায়েয ও হালাল পন্থায় জীবিকা উপার্জনের জন্য বিদেশ সফর, পবিত্র জীবিকা সন্ধান ও আল্লাহর পথে জিহাদ করার কথা কুরআনে এক সাথে উল্লেখ করেছেন আল্লাহ।

রাসূল (সা) ইরশাদ করেন–

"অন্যান্য ফরয আদায়ের পর হালাল রুজি তালাশ করাও একটি ফরয কাজ।" (বুখারী)

অন্য আরেকটি হাদীসে আছে, "যে দেহ হারাম মাল দ্বারা লালিত-পালিত তা কখনো জান্নাতে যাবে না, জাহান্নামই হবে তার জন্য উপযুক্ত ঠিকানা।"

"হালাল রোজগার ইবাদাত কবুলের পূর্বশর্ত।"

❖ হযরত ওমর (রা.) একবার বললেন– আল্লাহর পথে জিহাদ ছাড়া আর কোনো অবস্থায় জীবন দান করা আমার নিকট প্রিয় হয়ে থাকলে তাহলে ঐ অবস্থায় যে, আমি আল্লাহর অনুগ্রহ (রিযিক) সন্ধান করতে করতে কোনো পর্বতসঙ্কুল পথ অতিক্রমকরা অবস্থায় মৃত্যু আমাকে গ্রাস করে ফেললো। (বায়হাকী)

মানুষকে দেয়া সম্পদ ও প্রাচুর্যের রহস্য

সমগ্র বিশ্বজাহানের মালিক আল্লাহ, তিনি যাকে ইচ্ছা যা খুশি তাই দান করেন। আল্লাহ মানুষকে জীবিকার সংস্থান করেন, মানুষকে বিত্তশালী করেন ও তাকে পর্যাপ্ত ফসল দান করেন। কুরআনের একটি আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, 'তিনি তার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তার রিযিক বাড়িয়ে দেন, আবার বিপরীতক্রমে যাকে ইচ্ছা তার সংস্থান কমিয়ে দেন।' তিনি তা করেন কোনো নিশ্চিত কারণে এবং প্রজ্ঞার সাথে। বস্তুত যার সংস্থান বাড়ানো হলো আর যার কমানো হলো উভয়কে আল্লাহ পরীক্ষা করছেন। যারা পেয়েছে তাদের মধ্যে যারা উদ্ধত হয়নি কিংবা বিগড়ে যায়নি বরং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং যারা পায়নি তাদের মধ্যে যারা আল্লাহর উপর বিশ্বাসে অটল থাকেন তারাই হচ্ছেন আল্লাহর বান্দা, যাদের উপর আল্লাহ সন্তুষ্ট। কুরআনের আয়াতে নবী সুলায়মান (আ.)-এর যবানিতে বলা হয়েছে যে, বান্দার প্রতি আল্লাহর নেয়ামত কার্যত ঐ পরীক্ষারই অবিচ্ছেদ্য অংশ।

قَالَ الَّذِیْ عِنْدَهٗ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ اَنَا اٰتِیْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ یَّرْتَدَّ اِلَیْكَ طَرْفُكَ. فَلَمَّا

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

رَاٰهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهٗ قَالَ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّىْ. لِيَبْلُوَنِىْٓ ءَاَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ. وَمَنْ شَكَرَ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ. وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ رَبِّىْ غَنِىٌّ كَرِيْمٌ.

"কিতাবের জ্ঞানে জ্ঞানী ব্যক্তি বলল, আমি তা আপনাকে এনে দেখাব, আপনার চোখের পলক পড়ার আগেই, অতঃপর সুলায়মান (আ.) তা দেখলেন তখন তিনি বললেন– এই আমার রবেরই নিয়ামত, আমাকে পরীক্ষা করার জন্য, আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, না কৃতঘ্নতা। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে (তার জানা উচিত) নিশ্চয় আমার রব অভাবমুক্ত ধনী ও পরম বদান্য।" (সূরা আন-নামল : ৪০)

এই আমার রবেরই নিয়ামত, আমাকে পরীক্ষা করার জন্য যে, আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, না কৃতঘ্নতা- কুরআনে উল্লিখিত নবী সুলায়মান (আ.)-এর উক্তি থেকে মানুষকে নিয়ামত প্রদানের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। আল্লাহ কুরআনে 'পার্থিব জীবনের আকর্ষণগুলো' বলে যার উল্লেখ করেছেন, যথা– সম্পদ, সন্তান, জায়া বা পতি, আত্মীয়-স্বজন, মর্যাদা, মান, ধীশক্তি, সৌন্দর্য, স্বাস্থ্য, লাভজনক বাণিজ্য, সাফল্য তথা সকল নিয়ামতের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে পরীক্ষা করা।

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَىْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ. وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ.

"এবং অবশ্যই তোমাদেরকে ভীতিপ্রদ পরিস্থিতি, অনাহার এবং অর্থ-সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষতি দ্বারা পরীক্ষা করব। আর সবর অবলম্বনকারীদেরকে সুসংবাদ দাও।" (সূরা আল-বাকারা : ১৫৫)

অবিশ্বাসীদের সম্পন্নতার রহস্য

পৃথিবীতে এমন বহু লোক আছে আল্লাহর অস্তিত্বে তাদের বিশ্বাস নেই, অথচ তারাই দীর্ঘ জীবন উপভোগ করছে, প্রভূত সম্পদের অধিকারী হয়েছে, উর্বর জমির মালিক হয়েছে এবং স্বাস্থ্যোজ্জ্বল মেধাবী সন্তান-সন্ততি লালন পালন করছে, এসব লোক আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টার পরিবর্তে এসব আশীর্বাদের কারণেই অধঃপতিত হয়েছে এবং আল্লাহ থেকে দূরে সরে গেছে। তারা খোদাদ্রোহী জীবন-যাপন করে, দিনানুদিন তাদের পাপের বোঝা বাড়িয়ে চলছে। কিন্তু তারা মনে করে তাদের এসব প্রাপ্তিই তাদের জীবনের পরম চরিতার্থতা। তবে তাদের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

এসব প্রাপ্তি ও সময় সম্পর্কিত রহস্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে পবিত্র কুরআন ঃ

وَلاَ تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَاَوْلاَدُهُمْ. اِنَّمَا يُرِيْدُ اللهُ اَنْ يُّعَذِّبَهُمْ بِهَا فِى الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُوْنَ.

"তাদের ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততি দেখে চমৎকৃত হবেন না। আল্লাহ চান শুধু এদের মাধ্যমে তাদেরকে এ দুনিয়াতে শাস্তি দিতে এবং তাদের যেন মৃত্যু হয় কাফের অবস্থায়।" (সূরা আত-তাওবা : আয়াত-৮৫)

وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْآ اَنَّمَا نُمْلِىْ لَهُمْ خَيْرٌ لِّاَنْفُسِهِمْ. اِنَّمَا نُمْلِىْ لَهُمْ لِيَزْدَادُوْآ اِثْمًا. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ.

"কাফেররা যেন এমন ধারণা পোষণ না করে যে, আমরা তাদের যে বাড়তি সময় দিয়েছি তাতে তাদের কোনো মঙ্গল হবে। বাড়তি সময় দিয়েছি যাতে তাদের পাপের বোঝা আরো ভারি হয়, তাদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি"। (সূরা আল-ইমরান : আয়াত-১৭৮)

فَذَرْهُمْ فِىْ غَمْرَتِهِمْ حَتّٰى حِيْنٍ. اَيَحْسَبُوْنَ اَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهٖ مِنْ مَّالٍ وَّبَنِيْنَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِى الْخَيْرَاتِ. بَلْ لاَّ يَشْعُرُوْنَ.

"সুতরাং তাদেরকে কিছু দিন থাকতে দিন, তাদের মূর্খতার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে। তারা কি ভাবছে আমরা ধন-সম্পত্তি ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে তাদের জন্য সর্বপ্রকার মঙ্গল ত্বরান্বিত করছি? মোটেই তা নয়, কিন্তু তারা তা জানে না।" (সূরা আল-মুমিনুন : আয়াত-৫৪-৫৬)

এ আয়াতগুলোতেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে তাদের যত কিছু সহায় সম্পদ তা মোটে তাদের জন্য মঙ্গলজনক নয়। যে সময় তাদের দেয়া হয়েছে তা শুধু তাদের পাপের বোঝা বাড়ানোর জন্য। সময় যখন ফুরিয়ে যাবে তখন তাদের ধন-সম্পদ, তাদের সন্তান-সন্ততি কিংবা তাদের মান মর্যাদা, কেউই, কিছুই, অতি বেদনাদায়ক শাস্তি থেকে তাদের বাঁচাতে পারবে না। অতীত প্রজন্মগুলোতে যে সব লোক সম্পদ ও প্রাচুর্যের জীবন কাটিয়েও পরিশেষে যন্ত্রণাময় শাস্তি পেয়েছে, তাদের বিষয়ে আল্লাহ কুরআনে বলেছেন ঃ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ اَحْسَنُ اَثَاثًا وَّرِءْيًا.

"বিষয়-আশায়, জাঁকজমক তাদের চাইতে অনেক বড় অতীতের কত জনগোষ্ঠীকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি।" (সূরা মারআম : আয়াত-৭৪)

এদের কেন বাড়তি সময় দেয়া হয় সে কথা ব্যাখ্যা করা হয়েছে এই আয়াতে–

قُلْ مَنْ كَانَ فِى الضَّلٰلَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمٰنُ مَدًّا. حَتّٰى اِذَا رَاَوْا مَا يُوْعَدُوْنَ اِمَّا الْعَذَابَ وَاِمَّا السَّاعَةَ. فَسَيَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّاَضْعَفُ جُنْدًا.

"আপনি বলে দিন যারা বিপথে আছে পরম করুণাময় আল্লাহ তাদের সময় দিয়ে থাকেন যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা প্রত্যক্ষ করবে যে বিষয়ে তাদের সতর্ক করা হয়েছে, সে বিষয়ে তা শাস্তিও হোক কিংবা কিয়ামত। তারপর তারা বুঝতে পারবে কে নিকৃষ্টতম অবস্থানে রয়েছে এবং কার দলবল দুর্বলতর।" (সূরা মারআম : আয়াত-৭৫)

আল্লাহ ন্যায়বিচারক ও পরম করুণাময়, তিনি সব কিছুই প্রজ্ঞা ও মঙ্গলের সঙ্গে সৃষ্টি করেন এবং প্রত্যেককে তার কর্মের যোগ্য প্রতিফল দেন। এ বিষয়ে অবহিত বলেই মুমিনগণ আল্লাহর সকল সৃষ্টিতে প্রজ্ঞা ও মঙ্গলের নিদর্শন দেখার চেষ্টা করেন। অন্যথায় মানুষ বাস্তবতা বিবর্জিত প্রবঞ্চনার জীবন যাপনে অধঃপতিত হতো।

ধন-সম্পদ সঞ্চয় করে রাখা ও আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় না করার পরিণতি

আল্লাহ তা'আলা মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে (বখিল) শব্দটি বিভিন্ন জায়গায় প্রয়োগ করেছেন। সাধারণ এর অর্থ হচ্ছে– অর্থ-সম্পদ সংক্রান্ত অধিকার বা হক আদায়ে শৈথিল্য প্রদর্শন করা, কৃপণতা করা, মহান আল্লাহ এর পরিণাম সম্পর্কে মানুষকে বিভিন্নভাবে সতর্ক করছেন–

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ. بَلْ هُوَ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned by CamScanner

شَرٌّ لَّهُمْ. سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ. وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ.
وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ.

"আল্লাহ তাদেরকে নিজের অনুগ্রহে যা দান করেছেন তাতে যারা কৃপণতা করে এই কার্পণ্য তাদের জন্য মঙ্গলজনক হবে বলে তারা যেন ধারণা না করে; বরং এটা তাদের জন্য একান্তই ক্ষতিকর প্রতিপন্ন হবে। যাতে তারা কার্পণ্য করে সে সমস্ত ধন-সম্পদকে কিয়ামতের দিন তাদের গলায় বেড়ি বানিয়ে পরানো হবে। আর আল্লাহ হচ্ছেন, আসমান-যমিনের স্বত্বাধিকারী। আর যা কিছু তোমরা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে জানেন।" (সূরা আল-ইমরান : আয়াত-১৮০)

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْ كَبَدٍ. اَيَحْسَبُ اَنْ لَّنْ يَّقْدِرَ عَلَيْهِ اَحَدٌ. يَقُوْلُ اَهْلَكْتُ
مَالاً لُّبَدًا. اَيَحْسَبُ اَنْ لَّمْ يَرَهٗۤ اَحَدٌ. اَلَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ عَيْنَيْنِ. وَلِسَانًا وَّشَفَتَيْنِ.
وَهَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ. فَلاَ اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ. وَمَاۤ اَدْرٰكَ مَا الْعَقَبَةُ. فَكُّ رَقَبَةٍ. اَوْ اِطْعٰمٌ
فِىْ يَوْمٍ ذِىْ مَسْغَبَةٍ. يَّتِيْمًا ذَا مَقْرَبَةٍ. اَوْ مِسْكِيْنًا ذَا مَتْرَبَةٍ. ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ. اُولٰۤئِكَ اَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ. وَالَّذِيْنَ
كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا هُمْ اَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ. عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ.

"আমি প্রতিটি মানুষকে এক কঠোর পরিশ্রম করার জন্য সৃষ্টি করেছি। মানুষটি কি এ কথা মনে করে যে, তার উপর কারোরই ক্ষমতা চলে না? (সম্পদের বাহাদুরি দেখিয়ে) সে বলে, আমিতো প্রচুর সম্পদ উড়িয়ে দিয়েছি। সে কি ভেবেছে যে, তার এই সব (অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড) কেউ দেখেনি? আমি কি (ভাল-মন্দ দেখার জন্য) তাকে দু'টি চোখ দেইনি? (অনুভূতি ও বলার জন্য) আমি কি একটি জিহ্বা ও দু'টি ঠোঁট দেইনি? আমি কি তাকে (ন্যায় ও অন্যায়ের) দু'টো পথ বলে দেইনি? (কিন্তু দুর্গম) গিরিপথটি পার হওয়ার জন্য সে কোনো দিন হিম্মত দেখায়নি। সেই গিরিপথটি সম্পর্কে তুমি কি জান? (তা হচ্ছে কারো) দাসত্বের শিকল খুলে (তাকে মুক্ত করে) দেয়া; দুর্ভিক্ষের দিনে কাউকে খাওয়ানো; নিকটতম কোনো এতিমকে খাবার দেয়া; কিংবা ধুলো-বালি মিশ্রিত কোনো

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned by CamScanner

মিসকিনকে (অকাতরে দান করা) অতঃপর তাদের দলে শামিল হয়ে যারা ঈমান আনবে একে অপরকে ধৈর্যের অনুশীলন করাবে এবং একে অপরকে দয়া দেখানো উপদেশ দিবে (যারা এভাবে সেই দুর্গম পথটি অতিক্রম করবে) তারাই হবে সত্যিকার অর্থে সৌভাগ্যবান। আর যারা (এসব কিছু) অস্বীকার করছে তারা সবাই হবে ব্যর্থ জাহান্নামী। সেখানে এদের উপর (শুধু) আগুনের (লেলিহান) শিখাই চেয়ে থাকবে।" (সূরা বালাদ : আয়াত-৪-২০)

আল্লাহর রাসূল (সা.) অর্থ পুঞ্জীভূত করতে নিষেধ করে এরশাদ করেন– হযরত আসমা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'রাসূল (সা.) বলেছেন, খরচ কর, কত খরচ করেছো তা বড় করে দেখার জন্য হিসাব করতে যেও না; তাহলে আল্লাহ তোমার বিপক্ষে হিসাব কষবেন। সঞ্চয়ের প্রতি মনোযোগী হবে না, তাহলে আল্লাহ তোমার বিপক্ষের জমা ভালো করে সংরক্ষণ করবেন। তোমরা সাধ্যমতো খরচ কর।' (বুখারী ও মুসলিম)

পবিত্র কুরআনের আরো বিভিন্ন আয়াতে ও হাদীসে কৃপণতার ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে। আল-কুরআনে কারুনের ধন ভাণ্ডারের বর্ণনা, ধন-সম্পদ অর্জিত হওয়ার পর আল্লাহ তা'আলার সাথে অকৃতজ্ঞ আচরণ করে এবং ধন-সম্পদে ফকির-মিসকিনের প্রাপ্য অধিকার আদায় করতে অস্বীকৃতি জানায় এর ফলে তাকে ধন ভাণ্ডারসহ ভূ-গর্ভে বিলীন করে দেয়া হয় (কারুন ছিল মূসা (আ.)-এর সম্প্রদায় বনী ইসরাঈলের অন্তর্ভুক্ত এবং সে তাওরাতের হাফেয ছিল। কারুনের ধন-সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণের যে গুদাম ছিল তার চাবির পরিমাণ ও ওজন এত অধিক ছিল যে, বিরাট সংখ্যক লোকের পক্ষেও তা সহজে বহন করা কষ্টকর ছিল। হযরত আতা থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইউসুফ (আ.) থেকে একটি বিরাট ভূগর্ভস্থ ধন ভাণ্ডার প্রাপ্ত হয়েছিল এভাবে সে প্রচুর ধন-সম্পদের মালিক হয়ে যায়)। এ প্রসঙ্গটি আল্লাহ তা'আলা এভাবে তুলে ধরেছেন:

اِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوْسٰى فَبَغٰى عَلَيْهِمْ. وَاٰتَيْنٰهُ مِنَ الْكُنُوْزِ مَآ اِنَّ مَفَاتِحَهٗ لَتَنُوْٓاُ بِالْعُصْبَةِ اُولِى الْقُوَّةِ. اِذْ قَالَ لَهٗ قَوْمُهٗ لَا تَفْرَحْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ. وَابْتَغِ فِيْمَآ اٰتٰكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَآ اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الْاَرْضِ. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ.

"কারুন ছিল মূসার সম্প্রদায়ভুক্ত। অতঃপর সে তাদের প্রতি দুষ্টুমি করতে আরম্ভ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

করল। আমি তাকে এত ধন ভাণ্ডার দান করেছিলাম তার চাবি বহন করা কয়েকজন শক্তিশালী লোকের পক্ষে কষ্টসাধ্য ছিল। যখন তার সম্প্রদায় তাকে বলল, দম্ভ করো না,.আল্লাহ দাম্ভিকদেরকে ভালবাসেন না। আল্লাহ তোমাকে যে সম্পদ দিয়েছেন তা দিয়ে আখেরাতের ঘর তৈরির কথা চিন্তা কর। আর দুনিয়া থেকেও নিজের হিস্যার কথা ভুলে যেও না। আল্লাহ তোমার উপর যেমন দয়া করেছেন, তুমিও মানুষের প্রতি দয়া কর। আর পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করো না। নিশ্চয় আল্লাহ ফাসাদকারীকেও পছন্দ করেন না।" (সূরা কাসাস : ৭৬-৭৭)

ইনফাক (আল্লাহর রাস্তায় অর্থ ব্যয়) এমন একটি ব্যবসা যাতে কোনো লোকসান নেই

আমরা দুনিয়াতে অনেক ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত নই যাতে লাভের আশায় সম্পৃক্ত হয়ে শুধু লোকসানই হয় না অনেক সময় মূলধনও হারিয়ে ফেলি কিন্তু আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় হচ্ছে এমন এক ব্যবসায়ের নাম যাতে লোকসানের কোনো সম্ভাবনা নেই। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَاَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً يَّرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَا. لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ. اِنَّهٗ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ.

"যারা আমার প্রদত্ত রিযিক থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে তারা এমন একটি ব্যবসায়ের আশা রাখে, যাতে কোনোক্রমেই লোকসানের সম্ভাবনা নেই। আল্লাহ তাদেরকে এর বিনিময়ে পুরোপুরি ফল দান করবেন, বরং মেহেরবানি করে তাদেরকে আরো বেশি দান করবেন। নিশ্চয়ই তিনি গুনাহ মাফকারী ও গুণগ্রাহী।" (সূরা ফাতির : আয়াত-২৯-৩০)

রিযিক দৌলতের অধিকারী হওয়ার সীমা

হারাম থেকে বেঁচে হালালের গণ্ডি থেকে কারো কাছে হাত না পেতে এবং ঋণগ্রস্ত না হয়ে মৌলিক প্রয়োজন পূরণের মতো অর্থ-সম্পদের মালিক হওয়াকে ইসলাম উৎসাহিত করেছে। জীবন ধারণের প্রকৃত প্রয়োজন পূরণ হয়ে গেলেও উত্তরোত্তর অর্থ-সম্পদের পেছনে দৌড়ানোকে ইসলাম নিরুৎসাহিত করে। এক শ্রেণির লোক

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned by CamScanner

অর্থ-সম্পদের পাহাড় গড়া, রকমারি বিলাসী সামগ্রী সংগ্রহ করা এবং প্রতিপত্তিশীল হওয়ার জন্য অহর্নিশ বেঁচে থাকে। বিস্ময়ের ব্যাপার তাদের এই চাওয়ার কোনো শেষ নেই। আরো চায় আরো চায়– এই যেন তাদের চিন্তা-চেতনার সারকথা। এই জাতীয় লোকদের মনোভাব সম্পর্কে আল্লাহ বলেন–

اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ. حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ.

"আধিক্যের মোহ তোমাদেরকে আচ্ছন্ন করে রাখে, যে পর্যন্ত না তোমরা কবরে পৌছ।" (সূরা তাকাছুর : আয়াত-১-২)

এই মনোভঙ্গি সম্পর্কে রাসূল (সা.)-এর বাণী–

لَوْ كَانَ لِابْنِ اٰدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ لَاَحَبَّ اَنْ يَكُوْنَ لَهٗ ثَالِثٌ وَلَا يَمْلَءُ فَاهُ اِلاَّ التُّرَابُ.

'আদম সন্তান দু'টি স্বর্ণভরা উপত্যকা লাভ করে, তবুও সে তৃতীয় আরেকটি লাভ করতে চাইবে। মাটি ছাড়া আর কিছু তার মুখ ভর্তি করতে পারে না।' (আনাস ইবন মালিক (রা.), সহীহ আল বুখারী, সহীহ মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ)

مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ اُرْسِلاَ فِىْ غَنَمٍ بِاَفْسَدَ لَهَا مِنْ حَرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرْفِ لِدِيْنِه.

'অর্থ-সম্পদের লোভ এবং আভিজাত্য হওয়ার লালসা একজন ব্যক্তির দ্বীনদারির জন্য এত বেশি ক্ষতিকর যে বকরির পালে পতিত দু'টি ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘও বকরির পালের এত বেশি ক্ষতি করতে পারে না।' (কা'ব ইবন মালিক (রা.), জামে আততিরমিযী)

لَيْسَ لِابْنِ اٰدَمَ حَقٌّ فِىْ سِوٰى هٰذِهِ الْخِصَالِ بَيْتٌ يَسْكُنُهٗ وَثَوْبٌ يُوَارِىْ عَوْرَتَهٗ وَجِلْفُ الْخُبْزِ وَالْمَاءِ.

'আদম সন্তানের এই কয়টা বস্তু ছাড়া আর কিছুর অধিকার নেই। বসবাসের জন্য একটি ঘর, লজ্জা নিবারণের জন্য কিছু কাপড় এবং কিছু রুটি ও পানি অর্থাৎ এইগুলো মানুষের প্রকৃত মৌলিক প্রয়োজন।' (উসমান ইবন আফফান (রা.), জামে আততিরমিযী)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ وَالْجَارُ الصَّالِحُ وَالْمَرْكَبُ الْهَنِيْءُ.

'কোনো ব্যক্তির কতক সৌভাগ্যের বিষয় হচ্ছে ঃ প্রশস্ত বসত ঘর, নেক প্রতিবেশী এবং আরামপ্রদ বাহন।' (নাফে ইবন আবদিল হারিস (রা.), মুসনাদে আহমাদ)

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ اَسْلَمَ وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللهُ بِمَا اٰتَاهُ.

'সেই ব্যক্তি সফল যে ইসলাম গ্রহণ করেছে, প্রয়োজন মাফিক রিযিক পেয়েছে এবং আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন তার ওপর সন্তুষ্ট থাকার তাওফীক দিয়েছেন।' (আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবনিল আস (রা.), সহীহ মুসলিম)

اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ (ص) وَعَلَىَّ ثَوْبٌ دُوْنٌ- فَقَالَ لِىْ اَلَكَ مَالٌ؟ فَقُلْتُ نَعَمْ- قَالَ مِنْ اَىِّ الْمَالِ؟ قُلْتُ مِنْ كُلِّ الْمَالِ- قَدْ اَعْطَانِىْ اللهُ مِنَ الابِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالْخَيْلِ وَالرَّقِيْقِ- قَالَ فَاذَا اٰتَاكَ مَالاً فَلْيُرَ اَثَرُ نِعْمَةِ اللهِ عَلَيْكَ.

'আমি একবার খুবই নিম্নমানের পোশাক পরে আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর কাছে আসলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার কি ধন-সম্পদ আছে?' আমি বললাম 'হ্যাঁ, আছে।' তিনি বললেন, 'কি কি ধরনের ধন-সম্পদ আছে?' আমি বললাম, 'সব রকমের ধন-সম্পদ। উট, গাভী, বকরি, ঘোড়া এবং দাস-দাসী।' তিনি বললেন, 'আল্লাহ যখন তোমাকে ধন-সম্পদ দিয়েছেন, তোমার অবয়বে তার নিয়ামতের প্রকাশ পাওয়া উচিত।'

একজন ব্যক্তিকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অর্থ-সম্পদ দান করা সত্ত্বেও সে ফকিরের মতো জীবন-যাপন করবে এটিও অভিপ্রেত নয়।

কিন্তু নিজের অবয়বে আল্লাহর নিয়ামতের প্রকাশ ঘটানোর অর্থ-বিলাসী জীবন-যাপন নয়। বিলাস-ব্যসন পরিহারকরণ এবং অনাড়ম্বর জীবন-যাপনের তাগিদ দিয়ে আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেন– 'বিলাসিতা থেকে বেঁচে থেকো। অবশ্যই আল্লাহর বান্দারা বিলাসী হয় না।' বাস্তব জীবনে দেখা যায়, বিলাসিতা থেকে জন্ম নেয় আরামপ্রিয়তা, আরামপ্রিয়তা থেকে জন্ম নেয় অলসতা আর অলসতা থেকে জন্ম নেয় পরিশ্রমবিমুখতা।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned by CamScanner

বৈধ পন্থায় সম্পদ অর্জনের জন্য করণীয়

সম্পদ অর্জন ও বৃদ্ধির জন্য সারা দুনিয়ায় প্রতিযোগিতা চলছে। বৈধ-অবৈধ উভয় পন্থায় উপার্জন করে ধন-দৌলতের মালিক হওয়া যায়। বৈধ পন্থায় উপার্জন করা খুবই কঠিন। যেহেতু তাতে হারাম হালাল মেনে চলতে হয় বিধায় যে কোনোভাবে উপার্জন করা সম্ভব নয়। আল্লাহ তা'আলা অবৈধ পন্থায় উপার্জন করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। কিন্তু বৈধ ও শরীয়তসম্মত পন্থায় জীবিকা অর্জনের তাগিদ কুরআন ও হাদীসে এসেছে অনেক জায়গায়। অনেকের বৈধ পন্থায় উপার্জন খরচ অনুপাতে কম, তখন বরকতের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর কতিপয় নির্দেশ রয়েছে, সম্পদ অর্জন করার সময় নিম্নে বর্ণিত ১৩টি বিষয় সামনে রাখলে আল্লাহ তা'আলা ব্যক্তির উপার্জনে অগণিত অসংখ্য পরিমাণে বরকত ও প্রাচুর্য দান করেন (যা পবিত্র কুরআন, হাদীসে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে)।

১. **তওবা ও ইস্তেগফার ঃ** অধিক পরিমাণে ইস্তেগফার এবং বেশি বেশি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলে রিযিক বাড়ে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর অন্যতম নবী ও রাসূল নূহ (আ.)-এর ঘটনা তুলে ধরে ইরশাদ করেন,

আর বলেছি, 'তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা চাও; নিশ্চয়ই তিনি পরম ক্ষমাশীল।' (তাঁর কাছে ক্ষমা চাইলে) 'তিনি তোমাদের উপর মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, 'আর তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের জন্য বাগ-বাগিচা দেবেন আর দেবেন নদী-নালা।' (সূরা নূহ : ১০-১২)

হাদীসে বিষয়টি আরেকটু খোলাসা করে বলা হয়েছে, আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিআল্লাহ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি নিয়মিত ইস্তেগফার করবে আল্লাহ তার সব সংকট থেকে উত্তরণের পথ বের করে দেবেন, সব দুশ্চিন্তা মিটিয়ে দেবেন এবং অকল্পনীয় উৎস থেকে তার রিযিকের সংস্থান করে দেবেন।' (আবূ দাউদ; ইবনে মাজাহ; তাবারানী)

২. **তাকওয়া ও তাওয়াক্কুল ঃ** যেসব কারণে সম্পদ অর্জন ও বৃদ্ধি পায় তন্মধ্যে 'আততাওয়াক্কুল আলাল্লাহি' বা বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহর উপর ভরসা করা অন্যতম। তাকওয়া শব্দটি আরবী অর্থ বিরত থাকা, পরহেয করা। শরীয়তের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned by CamScanner

পরিভাষায় তাকওয়া হচ্ছে– একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ভয়ে যাবতীয় অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকা। সম্পদ অর্জন ও বৃদ্ধির জন্য আরেকটি মাধ্যম হচ্ছে তাকওয়া। "আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, "আর যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য উত্তরণের পথ তৈরি করে দেন এবং তিনি তাকে এমন উৎস থেকে রিযিক দেবেন যা সে কল্পনাও করতে পারবে না। আর যে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তার উদ্দেশ্য পূর্ণ করবেনই। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের জন্য একটি সময়সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন।" (সূরা আত-তালাক : ২-৩)

৩. **আত্মীয়দের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখা ঃ** আত্মীয়দের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা এবং তাদের হক আদায়ের মাধ্যমে রিযিক বাড়ে। যেমন : আনাস ইবন মালিক রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি তিনি ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি কামনা করে তার রিযিক প্রশস্ত করে দেয়া হোক এবং তার আয়ু দীর্ঘ করা হোক সে যেন তার আত্মীয়দের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখে।' (সহীহ বুখারী : ৫৯৮৫; সহীহ মুসলিম : ৪৬৩৯)

৪. **হজ্জ ও ওমরা পাশাপাশি আদায় করা ঃ** যেসব কাজের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সম্পদ দিয়ে থাকেন, তার মধ্যে হজ্জ ও ওমরা পাশাপাশি আদায় করা অন্যতম। আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহুম কর্তৃক বর্ণিত– 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তোমরা হজ্জ ও ওমরা পরপর করতে থাক, কেননা তা অভাব ও গুনাহ দূর করে দেয়, যেমন দূর করে দেয় কামারের হাপর লোহা, সোনা ও রুপার ময়লাকে।' (তিরমিযী : ৮১৫; নাসাঈ : ২৬৩১)

৫. **আল্লাহর পথে ব্যয় করা ঃ** যেসব কারণে সম্পদ বৃদ্ধি পায় তন্মধ্যে আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় করা অন্যতম। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, "বল, নিশ্চয়ই আমার রব তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা রিযিক প্রশস্ত করেন এবং সঙ্কুচিত করেন। আর তোমরা যা কিছু আল্লাহর জন্য ব্যয় কর তিনি তার বিনিময় দেবেন এবং তিনিই উত্তম রিযিকদাতা।" (সূরা আস-সাবা : ৩৯)

৬. **দুর্বল ও অসহায় লোকদের প্রতি অনুগ্রহ করা ঃ** সম্পদ অর্জনের আরো একটি মাধ্যম হচ্ছে দুর্বল ও অসহায়, সম্বলহীন ও অনাথ ব্যক্তিদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করা। সেই প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned by CamScanner

বলেন, 'তোমাদের মধ্যে থাকা দুর্বলদের কারণে কেবল তোমাদের সাহায্য করা হয় এবং রিযিক প্রদান করা হয়।' (সহীহ বুখারী)

৭. **আল্লাহর রাস্তায় হিজরত করা ঃ** যেসব মাধ্যমে সম্পদ অর্জিত হয়, তন্মধ্যে আল্লাহর রাস্তায় হিজরত করা একটি অন্যতম। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর যে আল্লাহর রাস্তায় হিজরত করবে, সে যমীনে বহু আশ্রয়ের জায়গা ও সচ্ছলতা পাবে। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে মুহাজিদ হয়ে নিজ ঘর থেকে বের হয় তারপর তাকে মৃত্যু পেয়ে বসে, তা হলে তার প্রতিদান আল্লাহর উপর অবধারিত হয়। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা আন-নিসা : ১০০)

৮. **ইবাদতের জন্য ঝামেলামুক্ত হওয়া ঃ** আল্লাহর ইবাদতের জন্য ঝামেলামুক্ত হলে এর মাধ্যমেও অভাব দূর হয় এবং প্রাচুর্য লাভ হয়। যেমনটি বর্ণিত হয়েছে আবূ হুরায়রা রাদিআল্লাহ আনহু কর্তৃক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আদম সন্তান, আমার ইবাদতের জন্য তুমি ঝামেলামুক্ত হও (দুনিয়ার ব্যস্ততা কমাও), আমি তোমার অন্তরকে প্রাচুর্য দিয়ে ভরে দেব এবং তোমার দারিদ্র্য ঘুচিয়ে দেব। আর যদি তা না কর, তবে তোমার হাত ব্যস্ততায় ভরে দেব এবং তোমার অভাব দূর করব না।' (তিরমিযী, মুসনাদ আহমদ, ইবনে মাজা)

৯. **আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা ঃ** সাধারণভাবে আল্লাহ যে রিযিক ও নিয়ামতরাজি দান করেছেন তার জন্য আল্লাহর শুকরিয়া করা। কারণ, শুকরিয়ার ফলে নিয়ামত বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, "আর যখন তোমার রব ঘোষণা দিলেন, যদি তোমরা শুকরিয়া আদায় কর, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের বাড়িয়ে দেব, আর যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও, নিশ্চয়ই আমার আযাব বড় কঠিন।" (সূরা ইবরাহীম : ০৭)

১০. **বিয়ে করা ঃ** বিয়ের মাধ্যমেও মানুষের সংসারে প্রাচুর্য আসে। কারণ, সংসারে নতুন যে কেউ যুক্ত হয়, সে তো তার জন্য বরাদ্দ রিযিক নিয়েই আসে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, "আর তোমরা তোমাদের মধ্যকার অবিবাহিত নারী-পুরুষ ও সৎকর্মশীল দাস দাসীদের বিবাহ দাও। তারা অভাবী হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেবেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময় ও মহাজ্ঞানী।" (সূরা আন-নূর : ৩২)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned by CamScanner

১১. অভাবের সময় আল্লাহমুখী হওয়া এবং তার কাছে দু'আ করা : অভাবকালে মানুষের কাছে হাত না পেতে আল্লাহর শরণাপন্ন হলে এবং তাঁর কাছে প্রাচুর্য চাইলে অবশ্যই তার অভাব মোচন হবে এবং রিযিক বাড়ানো হবে। আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ রাদিআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি অভাবে পতিত হয়, অতঃপর তা সে মানুষের কাছে সোপর্দ করে (অভাব দূরিকরণে মানুষের উপর নির্ভরশীল হয়), তার অভাব মোচন করা হয় না। পক্ষান্তরে যে অভাবে পতিত হয়ে এর প্রতিকারে আল্লাহর উপর নির্ভরশীল হয় তবে অনতিবিলম্বে আল্লাহ তাকে তরিৎ বা ধীর রিযিক দিবেন। (তিরমিযী : ২৮৯৬; মুসনাদে আহমদ : ৪২১৮)

১২. গুনাহ ত্যাগ করা, আল্লাহর দ্বীনের উপর সদা অটল থাকা এবং নেকীর কাজ করে যাওয়া : গুনাহ ত্যাগ করা, আল্লাহর দ্বীনের উপর সদা অটল থাকা এবং নেকীর কাজ করা এসবের মাধ্যমেও রিযিকের রাস্তা প্রশস্ত হয়।

১৩. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পড়া : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পাঠেও রিযিকে প্রশস্ততা আসে। যেমনটি অনুমিত হয় নিম্নোক্ত থেকে। তোফায়েল ইবন উবাই ইবন কা'ব রাদিআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত– তিনি বলেন, 'আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমি আপনার প্রতি অধিকহারে দরূদ পড়তে চাই, অতএব আমার দু'আর মধ্যে আপনার দরূদের জন্য কতটুকু অংশ রাখব? তিনি বললেন, তুমি যতটুকু চাও। কা'ব বলেন, আমি বললাম, এক চতুর্থাংশ। তিনি বললেন, তুমি যতটুকু চাও। তবে যদি তুমি বেশি পড় তা তোমার জন্য উত্তম হবে। কা'ব বলেন, আমি বললাম, তাহলে দুই তৃতীয়াংশ? তিনি বললেন, তুমি যতটুকু চাও। তবে যদি তুমি বেশি পড় তা তোমার জন্য উত্তম হবে। আমি বললাম, আমার দু'আর পুরোটা জুড়েই শুধু আপনার দরূদ রাখব। তিনি বললেন, তাহলে তা তোমার ঝামেলা ও প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট হবে এবং তোমার গুনাহ ক্ষমা করা হবে।' (তিরমিযী : ২৬৪৫)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned by CamScanner

ইসলামে সঞ্চয়ের নীতিমালা

হালাল উপায়ে অর্জিত অতিরিক্ত সম্পদ সঞ্চিত রাখার বিধান হলো, যেমন কেউ সম্পদ জমা করছে এ উদ্দেশ্যে যে, সে উক্ত সম্পদ দ্বারা পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পালন করবে, নিজের মৃত্যুর পর অন্যের মুখাপেক্ষী হওয়া থেকে সন্তান-সন্ততি এবং পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করবে, বিপদাপদ থেকে বাঁচার জন্য খরচ করবে, আত্মীয়-স্বজন ও প্রিয়জনদেরকে তাদের প্রয়োজন পূরণের সহায়তা করবে, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবে, যাকাত আদায় করবে ফকির-মিসকিনদের সাহায্য করবে, আল্লাহর মনোনীত জীবন ব্যবস্থা ইসলামের প্রচার প্রসার ও অন্যান্য সৎ কাজে তা ব্যয় করবে। এসব উদ্দেশ্যে সম্পদ জমা করা বৈধ। নবী করীম (সা.) পরিবার-পরিজনের উদ্দেশ্যে সম্পদ সংরক্ষণ ও সঞ্চয় করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং তা বিনষ্ট করতে নিষেধ করেছেন। যেমন হযরত আব্দুল্লাহ মাসউদ (রা.)-কে উদ্দেশ্য করে তিনি ইরশাদ করেছেন, 'তোমাদের উত্তরাধিকারীদেরকে সচ্ছল অবস্থায় রেখে যাওয়া অধিক উত্তম, তাদেরকে মানুষের মুখাপেক্ষী বানিয়ে দরিদ্র অবস্থায় রেখে যাওয়া থেকে।'

মানুষ ব্যতীত অন্য কোনো প্রাণী রিযিকের অভাবে কষ্ট পায় না

পবিত্র আল-কুরআনের সূরা হূদ-এ ৬ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন–

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلاَّ عَلَى اللهِ رِزْقُهَا.

"দুনিয়ায় এমন জীব নেই, যার রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহর উপর নেই।" (সূরা হূদ : আয়াত-৬)

রিযিক শব্দটি কুরআনে যে অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে এর মর্ম ব্যাপক। কেননা কোনো জীবের ভালভাবে বেঁচে থাকার জন্য যেসব জিনিসের দরকার, সেই সবই ঐ জীবের রিযিক। গাছেরও প্রাণ আছে, রিযিকের অভাবে গাছ মরে যায়। বেঁচে থাকার জন্য গাছের যা কিছু জরুরি তা সবই গাছের জন্য রিযিক। তাহলে রিযিক মানে জীবনের উপকরণ।

উপরের আয়াতে আল্লাহ দাবি করেছেন, দুনিয়ার সব জীব বা প্রাণীর রিযিকের বন্দোবস্ত করার পূর্ণ দায়িত্ব তিনি নিয়েছেন। মানুষ ছাড়া কোনো প্রাণীই রিযিকের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned by CamScanner

অভাবে কষ্ট পায় না। অন্যান্য প্রাণী মরে, কিন্তু রিযিকের অভাবে কষ্ট পেয়ে মরে না। বন-জঙ্গলে যত পশু-পাখি আছে, এর কোনো একটিও রিযিকের অভাবে শুকিয়ে যেতে দেখা যায় না। মানুষ যেসব জীব পোষে (যেমন– গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি, কবুতর ইত্যাদি) এর মধ্যে হাড্ডিসার অবস্থা দেখা যায়। কারণ, এর রিযিকের দায়িত্ব আমরা নিয়ে থাকি, এদের দায়িত্ব আল্লাহর উপর নয়।

মানুষ রিযিকের অভাবে কষ্ট পায় কেন?

মহান আল্লাহর ঘোষণা অনুযায়ী সকল জীবের রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহ নিয়েছেন। তাঁর ঘোষণা অনুযায়ী মানুষ তাঁর সেরা সৃষ্টি। অথচ দেখা যায় সৃষ্টির এই সেরা জীব লাখ লাখ মানুষ রিযিকের অভাবে মারা যায়, কষ্ট পায়, আধামরা হয়ে থাকে। এখন প্রশ্ন ওঠে আল্লাহ কি মানুষের বেলায় তাঁর দায়িত্ব পালন করেন না? আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার সব কিছুই মানুষের প্রয়োজনে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু মানুষকে অন্য কারো প্রয়োজনে সৃষ্টি করেননি। গরু-ছাগল মরলে, শেয়াল-কুকুর, শকুন তা খায়। মানুষ মরলে তার দেহকে অন্য কোনো জীবকে খাওয়ার সুযোগ দেয়া হয় না। কারণ, মানুষকে অন্য কোনো সৃষ্টির জন্য সৃষ্টি করা হয়নি; বরং সকল সৃষ্টিকেই মানুষের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার অন্য কোনো জীব রিযিকের অভাবে কষ্ট পায় না। অথচ যে মানুষের জন্য সব কিছু সৃষ্টি করা হয়েছে, সে মানুষই অভাবে কষ্ট পায়। এর কারণ কি?

পবিত্র কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা বার বার ঘোষণা করেছেন, মানুষের যত জিনিস দরকার তা পরিমাণ মতো আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। তাই দুনিয়ার মানুষের জন্য খাবার জিনিসের অভাব নেই। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO-Food and Agricultural Organization) প্রায়ই ঘোষণা করে, বিশ্বে যত খাদ্য শস্য উৎপন্ন হয়, তা যদি সঠিকভাবে বিলি-বণ্টন হয় তাহলে একজন মানুষও খাবারের অভাবে অভাবী হওয়ার কথা নয়। বণ্টনব্যবস্থা ত্রুটির কারণেই মানুষ রিযিকের অভাবে কষ্ট পায়। দুনিয়াতে উৎপাদিত জিনিস ইনসাফের সাথে বিলি-বণ্টনের যে নিয়ম-নীতি আল্লাহ তা'আলা নবীর মাধ্যমে পাঠিয়েছেন, সেই অনুযায়ী বণ্টন হয় না বলে মানুষ রিযিকের অভাবে কষ্ট পায়। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে যত বিধি বিধান দিয়েছেন, তা জারি করার দায়িত্ব মানুষের উপরই দিয়েছেন। এটিই খেলাফতের দায়িত্ব।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned by CamScanner

রাসূল (সা.) ও তাঁর চার খলিফা আল্লাহর দেয়া নিয়ম আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর পক্ষ থেকে পালন করতেন। কোনো মানুষ যাতে রিযিকের অভাবে কষ্ট না পায় সে উদ্দেশ্যে তাঁরা চেষ্টা করতেন। ইসলামী রাষ্ট্র বেড়ে যখন অনেক দেশ তাঁদের শাসনের আওতায় আসে, তখন তাঁরা সকল সম্পদ ইনসাফের সাথে বণ্টন করতেন। যার ফলে হযরত ওমর ইব্‌নে আব্দুল আজিজের শাসনামলে যাকাত নেয়ার মতো কোনো অভাবী পাওয়া যায়নি।

আজকাল দুনিয়ায় এমন শাসন ব্যবস্থা ও এমন লোকদের হাতে শাসন ক্ষমতা রয়েছে তাদের চরিত্র রাসূল (সা.)-এর আদর্শ ও আল্লাহর বিধানের সম্পূর্ণ বিপরীত। তাদের কাছ থেকে আল্লাহর বিধান মতো মানুষ তাদের রিযিক ঠিক মতো পায় না। বিশ্বের লাখ লাখ মানুষ যে রিযিকের অভাবে মারা যায় এই জন্য দুনিয়ার বর্তমান শাসন পদ্ধতি ও শাসকগণই দায়ী, এর জন্য আল্লাহ দায়ী নন।

সকল আদম সন্তান আল্লাহর পরিবার। সারা দুনিয়া আল্লাহর সংসার। তিনি সকল দেশের মালিক। আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশের জন্য আলাদা আল্লাহ নেই। সারা দুনিয়ায় যত খাদ্য উৎপন্ন হয় তা সকল মানুষের প্রয়োজন মতোই। তবু কেন অভাব?

কোনো দেশের জন্য জরুরি সব জিনিস ঐ দেশে উৎপন্ন হয় না। আমেরিকা, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ার মত বিশাল এলাকায় এক বৎসরে যে পরিমাণ গম উৎপন্ন হয়, তা তারা তিন বৎসরেও খেয়ে শেষ করতে পারবে না। মরুভূমির সব দেশের মানুষের জন্য যে পরিমাণ খাদ্য দরকার, এর সামান্য সেখানে উৎপন্ন হয় না। তবে মরুভূমির দেশে বালির নীচে এত পেট্রোল রাখা হয়েছে, যা না হলে ইউরোপ ও আমেরিকা অচল হতে বাধ্য। বাংলাদেশে যত মানুষ আছে উৎপন্ন খাদ্যের পরিমাণ সে তুলনায় কম। আবার বাংলাদেশে যে উন্নতমানের পাট উৎপন্ন হয়, তা ইউরোপ-আমেরিকায় হয় না; কিন্তু তাদেরও পাটের দরকার আছে।

এভাবে আল্লাহ মানুষের সকল প্রয়োজনীয় জিনিস পৃথিবীর সব দেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রেখেছেন। কোনো এক দেশে সব জিনিস উৎপন্ন হয় না। আল্লাহ চান যে আদম সন্তানরা এক দেশের জিনিস অন্যান্য দেশের সাথে বিনিময় করুক এবং এর মাধ্যমে তাদের মধ্যে ভাল সম্পর্ক গড়ে উঠুক। আল-কুরআনে আল্লাহ বলেন,

يَآيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا.

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

"হে মানব জাতি! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। তারপর তোমাদেরকে বিভিন্ন কাওম ও গোত্র বানিয়ে দিয়েছি; যাতে তোমরা একে অপরকে (ঐসব নামে) চিনতে পার।" (সূরা হুজুরাত : আয়াত-১৩)

বাংলাদেশে ৬৪টি জেলা আছে, তা শুধু পরিচয়ের জন্য। তেমনিভাবে বিভিন্ন দেশকে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ইরান ইত্যাদি নামে চিনতে হয়।

আল্লাহ চান যে, পাড়ায় পাড়ায়, জেলায় জেলায়, দেশে দেশে সবাই সবাইকে চিনুক এবং জানুক। দেশে দেশে আদম সন্তানেরা আল্লাহর দেয়া সম্পদ আদান-প্রদান করে যার যার প্রয়োজন পূরণ করুক। সবাই এক আল্লাহর সৃষ্টি ও একই আদি মাতা-পিতার সন্তান হিসেবে সবাই সবাইকে ভালবাসুক। আল্লাহর দেয়া বিধান মেনে সবাই সুখ-শান্তি ভোগ করুক।

সারা দুনিয়ার আদম সন্তানদের জন্য যা কিছু দরকার, সবই বিভিন্ন দেশে উৎপন্ন হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা নিজেই উৎপাদনে সাহায্য করছেন। এক দেশের লোকের যে পরিমাণ জিনিস দরকার, সে দেশে উৎপন্ন জিনিসের সে পরিমাণের জিনিস অন্য কোনো দেশের প্রয়োজন। ঐ দেশের কোনো অতিরিক্ত জিনিস এ দেশে প্রয়োজন। এভাবে সব দেশের লোক তাদের প্রয়োজনীয় জিনিস অন্য দেশ থেকে আমদানি করে এবং নিজেদের অতিরিক্ত জিনিস অন্য দেশে রপ্তানি করে। দেশে দেশে এভাবে লেনদেন হয়।

যেমন– বাংলাদেশ অস্ট্রেলিয়া থেকে গম কিনতে পারে। এর বদলে তারা বাংলাদেশ থেকে পাট কিনতে পারে। এক জিনিসের বদলে অন্য জিনিস বিনিময় করতে জিনিসের দাম ধরা হয়। এ দাম ধরার বেলায়ই এক দেশ আরেক দেশের প্রতি যুলুম করে। যুলুমের ধরনটা কেমন, তা উদাহরণ দিলে সহজে বোঝা যাবে।

বাংলাদেশের গম দরকার। অস্ট্রেলিয়া থেকে বাংলাদেশ গম নিতে চায়। এর বদলে অস্ট্রেলিয়া বাংলাদেশ থেকে পাট নিতে চায়। গম ও পাটের দর ঠিক করতে গিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। যেহেতু মানুষের জীবন বাঁচানোর জন্য গম জরুরি, সেহেতু অস্ট্রেলিয়া বেশি দাবি করে। পাট এমন জিনিস নয়, যা না নিলে অস্ট্রেলিয়ার মানুষ মরবে। তাই তারা খুব কম দামে পাট কিনতে চাইল। বাংলাদেশ সমস্যায় পড়ে গেল। পাট উৎপাদন করতে যে খরচ পড়েছে এর চেয়ে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

কম দামে বিক্রি করতে বাংলাদেশকে বাধ্য করলে অবশ্যই এটা যুলুম। অথচ গম উৎপাদন করতে যে খরচ হয়েছে এর কয়েক গুন বেশি দামে বাংলাদেশকে গম কিনতে বাধ্য করা হচ্ছে। ভাব এমন, এ দামে গম কিনলে কিনতে পার, না কিনলে পাট খেয়ে মর গিয়ে। অনেক দেশ সাধ্যের বেশি দামে গম কিনতে না পারায় অস্ট্রেলিয়ার গুদামে এত গম জমা হয়ে রইল যে, অনেক গম তারা পশুকে খাওয়াতে বাধ্য হলো। এমনকি অনেক গম পচে গেল, যা সমুদ্রে ফেলতে হলো। এমনই হচ্ছে বলে পত্রিকায় খবর বের হয়।

এ একটি উদাহরণ থেকেই সমস্যাটি সহজে বুঝা যায়। কোনো কোনো দেশে গম পশুকে খেতে দেয়া হয়, সমুদ্রেও ফেলে দেয়া হয়, অথচ অন্য কোনো দেশে খাদ্যের অভাবে মানুষ মারা যায়। আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার সকল মানুষের জন্য খাদ্য সৃষ্টি করেন। কিন্তু ধনী দেশগুলোর দোষেই লাখ লাখ আদম সন্তান না খেয়ে মরছে। তারা নিজের দেশের মানুষকে যে পরিমাণ খাবার অপচয় করতে দিচ্ছে, পশুকে পর্যন্ত খাওয়াচ্ছে এবং পচিয়ে নষ্ট করছে, যে খাদ্যটুকু পাওয়া তাদের হক ছিল, তারা না খেয়ে মরছে। আল্লাহ তো পরিমাণ মতো সৃষ্টি করেছেন, পশুকে খাওয়ানোর জন্য বা পচানোর জন্য তো উৎপন্ন করছেন না। জাতিসংঘ যদি সব দেশের উৎপাদিত জিনিস যাতে ইনসাফপূর্ণ দরে সবাই কিনতে পারে এবং লেনদেনে কারো উপর কোনো যুলুম করতে না পারে এমন প্রস্তাব পাস করতো তাহলে যেসব দেশ অন্য দেশ থেকে খাওয়ার জিনিস কিনতে বাধ্য হয় তারা যুলুম থেকে বাঁচতে পারে। এ উদ্দেশ্যে যদি প্রস্তাব পাস করে কোনো জিনিস উৎপন্ন করতে যে খরচ হয়, সেই জিনিস শতকরা ১০/১৫ ভাগ লাভে বিক্রি করতে হবে। দুনিয়ার সব দেশে একই রকম আইন পাস করতে পারলে কেউ যুলুমের শিকার হবে না। এ জাতীয় প্রস্তাব বাস্তবায়নে স্বার্থপর বড় রাষ্ট্রগুলো কি রাজি হবে?

মানুষের যত রকমের জিনিস দরকার, এর উৎপাদন ও বণ্টনের ব্যাপারে যা কিছু করতে হয় এবং যেসব নিয়ম চালু করতে হয়, সেসবকে অর্থনীতি বলা হয়। এ অর্থনীতি মানুষের জীবনের বিশাল এলাকা দখল করে আছে। মানুষ অর্থনীতির বিধি-বিধানের অধীন। মানুষের অর্থনৈতিক জীবন ব্যাপক। কোনো মানুষ এ বাধন থেকে মুক্ত নয়। দেশের সরকার অর্থনৈতিক বিধি-বিধান তৈরি ও জারি করে। সরকার যদি সকল মানুষের অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণ করতে চায় তাহলে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned by CamScanner

সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক বিধি-বিধান বা নিয়ম-কানুন চালু করবে। কিন্তু দেখা যায় যে, দেশের অল্প কিছু লোক বেশি সুবিধা ভোগ করে এবং বিলাসিতা করে বিরাট অংকের টাকা উড়িয়ে দেয়। আর বেশির ভাগ লোকই কোনোরকম বেঁচে থাকে। কিন্তু এমনও অনেক লোক আছে যারা ভাত-কাপড়-বাসস্থান-চিকিৎসা ইত্যাদির অভাবে কষ্ট পায়, এ অবস্থার জন্য দেশের অর্থনীতিই দায়ী। যে নীতিতে সরকার দেশ শাসন করে এবং সে নীতি দেশে যে রকম অর্থনীতি চালু করে, জনগণ সেরকম সুবিধা বা অসুবিধা ভোগ করে।

রিযিকের কষ্ট দূর করার জন্য করণীয়

(ক) অনাড়ম্বর জীবন-যাপন

বিলাসিতামুক্ত জীবন-যাপনের তাগিদ দিতে গিয়ে আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন−

اَلَا تَسْمَعُوْنَ اَلَا تَسْمَعُوْنَ اِنَّ الْبَذَاذَةَ مِنَ الْاِيْمَانِ اِنَّ الْبَذَاذَةَ مِنَ الْاِيْمَانِ.

'তোমরা কি শুনছো না। তোমরা কি শুনছো না। নিশ্চয়ই অনাড়ম্বর জীবন ঈমানের পরিচায়ক, নিশ্চয়ই অনাড়ম্বর জীবন ঈমানের পরিচায়ক।' (আবু উমামা ইয়াস (রা.), সুনান আবী দাউদ)

كُنْ فِى الدُّنْيَا كَاَنَّكَ غَرِيْبٌ اَوْ عَابِرِ سَبِيْلٍ.

'তুমি দুনিয়াতে একজন মুসাফির কিংবা একজন পথচারীর মতো হয়ে থাক।' (আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা.), বুখারী)

আমরা জানি একজন মুসাফির কোনো লক্ষ্য অর্জনের জন্যই সফরে যান। তিনি অল্প ক'দিনের জন্য সফরে যান। তিনি সহজে বহনযোগ্য অত্যাবশ্যক বোঝা সাথে নেন।

'এই পৃথিবীতে মানুষের আগমন একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য হাসিলের জন্য। এখানে তার অবস্থানও হাতেগোনা ক'টি দিনের জন্য। ডাক পড়লেই তাকে তৎক্ষণাৎ এখান থেকে চলে যেতে হবে অর্থাৎ পৃথিবীতে মানুষের অবস্থান মুসাফিরের মতোই। তাই তাদের বিপুল পরিমাণ অর্থ-সম্পদের বোঝা বহন করার প্রয়োজন নেই। সফরটি মোটামুটি স্বাচ্ছন্দ্য হওয়ার মতো পাথেয় থাকাই যথেষ্ট।'

'আল্লাহর কসম, তোমাদের জন্য আমি দারিদ্র্যের ভয় করছি না, বরং ভয় করছি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned by CamScanner

যে, তোমাদের সামনে পার্থিব প্রাচুর্য প্রসারিত করা হবে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর করা হয়েছিল। অতঃপর তোমরা পার্থিব প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতায় লেগে যাবে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীরা লেগেছিল এবং এটিই তোমাদেরকে ধ্বংস করবে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করেছিল।' (আমর ইবন আওফ আল আনসারী (রা.), সহীহ আল বুখারী, সহীহ মুসলিম)

উল্লেখ্য যে, কম পাওয়ার বেদনা মানুষকে দারুণভাবে পীড়িত করে। কিন্তু অল্পে তুষ্টি এ বেদনা দূর করে দেয়। মানুষের মাঝে প্রচণ্ড ভোগের আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান। এই আকাঙ্ক্ষার যেন নিবৃত্তি নেই, শেষ নেই, কিন্তু অল্পে তুষ্টি এই আকাঙ্ক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করে। ভোগ বা ত্যাগ মহাআপদ। ভোগবাদের খপ্পরে পড়ে মানুষ উদ্ভ্রান্তের মতো ছুটতে থাকে। অল্পে তুষ্টি এই যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা থেকে মানুষকে মুক্তি দেয় অর্থাৎ অল্প তুষ্টি এক অসাধারণ গুণ। এই গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিদের পক্ষেই সম্ভব অনাড়ম্বর জীবন যাপন।

(খ) অপচয় ও অপব্যয় রোধ করতে হবে

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মুমিন মুসলমানদের গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে সূরা ফুরকানে এরশাদ করেন–

وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا.

"মুমিনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যখন তারা খরচ করে তখন অযথা ব্যয় করে না, আবার তারা কৃপণতাও করে না। তাদের অবস্থা হচ্ছে এর মধ্যবর্তী।" (সূরা ফুরকান : আয়াত-৬৭)

আরবীতে অপচয় ও অপব্যয় বুঝাতে দু'টি শব্দ ব্যবহৃত হয়। একটি হলো– তাবযীর– যার মর্মার্থ হচ্ছে কোনো গুনাহর কাজে কিংবা সম্পূর্ণ অযথা ও অস্থানে ব্যয় করাকে তাবযীর আর বৈধ স্থানে প্রয়োজনের অধিক খরচ করাকে ইসরাফ বলে, উভয়টি নিষিদ্ধ। তাবযীর ও ইসরাফ উভয়টি কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে। ইসলামী শরীয়তে অপচয় ও অপব্যয় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অপ্রয়োজনে খরচ করা মন্দ স্বভাবের পরিচায়ক, যাতে অভিশপ্ত শয়তান খুশি হয়, আর আল্লাহ তা'আলা অসন্তুষ্ট হন এবং মানুষ আল্লাহর নিয়ামতের ক্ষেত্রে অকৃতজ্ঞ সাব্যস্ত হয়। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের সূরা বনী ইসরাঈলের ২৬ ও ২৭ নং আয়াতে বলেন–

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned by CamScanner

وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ.

"আর তোমরা কোনো অবস্থায় অপচয় করো না, নিশ্চয়ই অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই।" (সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত-২৬-২৭)

আজ আমরা প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে, দরকারে-অদরকারে কত কিছু অপচয় ও অপব্যয় করছি। অপচয়ের মাধ্যমে আমরা রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় সম্পদ ধ্বংস করছি। যার একটি হলো বিদ্যুৎ। এ বিদ্যুৎ আমরা অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজনের অতিরিক্ত খরচ করে ফেলছি। বিনা দরকারে বাতি জ্বালিয়ে, পাখা চালিয়ে বিদ্যুতের অপচয় করছি। যেমন– এ.সি চালানোর দরকার নেই, তারপরেও চালাচ্ছি। অথচ এ গরমের সময় লোডশেডিংয়ে মানুষ অস্থির হয়ে পড়ে। এমনিভাবে অতি প্রয়োজনীয় জাতীয় সম্পদ আরেকটি হলো গ্যাস। যেখানে গ্যাসের অভাবে নাকাল দেশবাসী, সেখানে এমনও অনেক বাসা-বাড়ি পাওয়া যাবে গ্যাসের চুলা বিনা প্রয়োজনে জ্বালিয়ে রেখে কাপড় শুকাচ্ছে। যত্র-তত্র গ্যাসের অপচয়ের কারণে দিন দিন এর সঙ্কট তীব্র আকার ধারণ করছে। আমার অসাবধানতা অসতর্কতার কারণে আল্লাহ প্রদত্ত সহজলভ্য নিয়ামত 'পানি'র কত যে অপচয় হচ্ছে– তা বলাইবাহুল্য। অথচ স্বাস্থ্যসম্মত বিশুদ্ধ খাওয়ার পানির অভাবে মানুষ নিরুপায় হয়ে দূষিত পানি পান করে নানা রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছে। ভেঙ্গে পড়ছে পরিবেশ ও সমাজ ব্যবস্থা। সুতরাং আমরা যদি একটু সচেতন হয়ে আল্লাহ পাকের আয়াতের আলোকে যত্নবান ও সজাগ থাকি এবং সর্বপ্রকার অপচয় ও অপব্যবহার রোধ করি, তাহলে আল্লাহ তা'আলার দেয়া নিয়ামতসমূহ পরিমিতভাবে নির্বিঘ্নে ভোগ করতে পারব ইনশাআল্লাহ।

(গ) আদর্শ অর্থনীতির ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে

দেশে এমন অর্থনীতি চালু করা জরুরি–

১. দেশের মানুষ ইজ্জতের সাথে বেঁচে থাকার সুযোগ পায়।

২. কোনো মানুষ যাতে মৌলিক মানবীয় প্রয়োজন (খাদ্য-কাপড়-বাসস্থান-চিকিৎসা-শিক্ষা) থেকে বঞ্চিত না থাকে।

৩. মানুষ যাতে অন্য মানুষের অর্থনীতির গোলাম হতে বাধ্য না হয়।

৪. দেশের ধন সম্পদ যাতে অল্প কিছু লোকের মালিকানায় না যায়।

৫. সবাই যাতে নিজ নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী আয়-রোজগার করার সুযোগ পায়

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned by CamScanner

এবং কোনো কারণে যারা আয় করার যোগ্য নয়, তারাও যেন অভাবে কষ্ট না পায়।

(ঘ) ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা চালু করা

ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু করতে হলে প্রথমে ইসলামী সরকার কায়েম করতে হবে। ইসলামী সরকারকে আল্লাহ যেসব অর্থনৈতিক নির্দেশ দিয়েছেন, তা দেশে চালু করা হলে জনগণ তেমন সুখ শান্তি ভোগ করতে পারবে তা এ নির্দেশগুলো থেকে বুঝা যায়। ইসলামী সরকারের জন্য আল্লাহর দেয়া ৪ দফা কর্মসূচির মধ্যে প্রথমতঃ জনগণের চরিত্র গঠনের উদ্দেশ্যে নামায কায়েম করা; দ্বিতীয়তঃ যাকাত ব্যবস্থা চালু করে সকল আদম সন্তানদের রিযিকের অভাব দূর করে আল্লাহর খিলাফতের প্রথম দায়িত্ব পালন করা। এ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করার জন্য ইসলামী সরকারকে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

(১) রাসূল (সা.) বলেছেন– 'আদম সন্তানের এ ক'টি ছাড়া আর কোনো হক নেই- থাকার মতো ঘর, সতর ঢাকার পরিমাণ কাপড় এবং শুকনা রুটি ও পানি।' বাঁচার জন্য মানুষের কমপক্ষে এ তিনটি জিনিসই জরুরি– বাসস্থান, কাপড় ও খাদ্য। এ তিনটি প্রতিটি মানুষের হক বলে হাদীসে বলা হয়েছে। এ হক কে পৌছাবে? আল্লাহর পক্ষ থেকে ইসলামী সরকারকে তা পৌছাতে হবে। এ হাদীসের মর্ম হলো– এ তিনটি মানুষের হক। এর অতিরিক্ত মানুষ যা পায় তা আল্লাহর দেয়া, যার হিসাব দিতে হবে। যা হক এর কোনো হিসাব দিতে হবে না। এ তিনটি হক যে পায়, আল্লাহর প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়ার অধিকার নেই, কারণ তার হক শুধু এটুকুই। আর সবই আল্লাহর নিয়ামত।

(২) রাসূল (সা.) বলেছেন– 'হালাল রুজি তালাশ করা অন্য সব ফরযের বড় ফরয।' ইসলামী সরকারকে যেমন ফরয নামায কায়েম করার জন্য ব্যবস্থা করতে হয়, তেমনি সবাই হালাল পথে আয়-রোজগার করার ফরযটি আদায় করার সুযোগ দেয়ার দায়িত্ব পালন করতে হয়। সরকার দায়িত্ব পালন করলে সবার রিযিক সহজেই যোগাড় হতে পারে।

সরকার যদি দেশের সকল বেকার যুবকদেরকে অর্থকরী কাজ শেখার ব্যবস্থা করে, তাহলে অশিক্ষিত যুবকেরাও দেশ-বিদেশে কাজ করে দেশকে সম্পদশালী করে দিতে পারে।

(৩) সূরা বনী ইসরাঈলের ২৫ ও ২৭ নং আয়াতগুলোতে আল্লাহ তা'আলা হুকুম দিয়েছেন–

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned by CamScanner

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا. اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ.

"আত্মীয়-স্বজনদের তাদের হক দাও এবং গরীব ও মুসাফিরদেরকে তাদের হক দিয়ে দাও, অপব্যয় করো না, নিশ্চয়ই অপব্যয়কারী শয়তানের ভাই।" (সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত-২৬-২৭)

আল্লাহ্ সব জিনিস পরিমাণ মতো তৈরি করেন। কেউ যদি অপব্যয় বা অপচয় করে তাহলে অন্য লোকের অভাব অবশ্যই হবে।

(৪) আল্লাহ যেসব কাজ হারাম করেছেন তা করতে যথেষ্ট খরচ করতে হয়। এসব কাজ থেকে ফিরিয়ে আসতে কোনো খরচ হয় না। মদ খাওয়া, যিনা করা, নাচের আসর জমানো, নারী-পুরুষের অবাধ মেলা-মেশার আয়োজন করা ইত্যাদিতে বিপুল সম্পদের অপচয় হয়, এসব বন্ধ করা ইসলামী সরকারের কর্তব্য। যাদের টাকা পয়সা বেশি আছে তারা এ জাতীয় অপব্যয় করে। যদি এসব বন্ধ করা হয়, তাহলে ঐ সম্পদ তারা এমন কাজে ব্যবহার করতে বাধ্য হবে যা উৎপাদন বাড়ায়। কারণ টাকা পয়সা তো খেয়ে ফেলার জিনিস নয়?

(৫) রাসূল (সা.) বলেছেন– 'ঘুষ যে নেয় আর যে দেয় দু'জনই জাহান্নামী' তাই ইসলামী সরকারকে সতর্ক থাকতে হবে যাতে ঘুষ প্রথা চালু হতে না পারে। অর্থনৈতিক জীবনে সবচেয়ে মারাত্মক রোগ হলো ঘুষ। ঘুন ভেতর দিয়ে কাঠকে খেয়ে শেষ করে, ঘুষ তেমনি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে পঙ্গু করে দেয়। যেমন–

ক) যারা ঘুষ না পেলে কাজ করতে চায় না, তাদের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও বিনা ঘুষে কাজ করে না। তাই তাদের যোগ্যতা কাজে লাগে না।

খ) ঘুষ দিতে রাজি না হলে তারা হকদারকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে।

গ) ঘুষ দিলে যার হক নেই তাকেও তারা অন্যায়ভাবে অন্যের অধিকার দিয়ে দেয়।

ঘ) ঘুষ সব আইন-কানুন, বিধি-বিধানকে অচল করে দেয়। আইন যতই ভালো হোক ঘুষ চালু থাকলে তা জনগণের উপকারে আসতে পারে না।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned by CamScanner

রিযিকের কষ্ট দূর করার আরো কিছু উপায়

প্রথমতঃ জীবনের মৌলিক চাহিদা পূরণে অক্ষম নাগরিকের দায়িত্ব নেবে সরকার। তবে বেকার ভাতা দিয়ে নয়। সরাসরি পণ্য, সেবা ও সামাজিক সুযোগ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে। সাথে কিছু নগদ টাকা দিয়ে রিযিকের কষ্ট দূর করতে পারে সরকার।

ব্যক্তি ও সামাজিক সংগঠনের ভূমিকা থাকবে- মানুষের রিযিকের কষ্ট দূর করার ক্ষেত্রে। ক্ষুধার্ত মানুষকে খাওয়ানোর মূলত দায়িত্ব রাষ্ট্রের। তারপর আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীদের। ভ্রাতৃত্ববোধে উজ্জীবিত একটি সমাজ পারে মানুষের রিযিকের কষ্ট দূর করতে।

দ্বিতীয়তঃ নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজে রিযিকের কষ্ট তেমন একটি থাকে না। এরূপ সমাজে পরস্পর দেখা হলে সালাম দিবে ও সম্ভাষণ জানাবে, অসুখ হলে দেখতে যাবে, লোকেরা একে অপরকে বিশ্বাস করবে, তাদের সম্পর্ক হবে সিসাঢালা প্রাচীরের মতো। তারা একে অপরের অধিকার কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন থাকবে। অপরের কল্যাণ কামনায় মগ্ন থাকবে। দাওয়াত করে খাওয়াবে, প্রত্যেক বেলায় কিছু না কিছু অন্যকে খাওয়ানো ব্যতীত নিজে কিছু খাবে না। এমন সব উন্নতমানের খাবার তৈরি করে মানুষকে খাওয়াবে, সেসব খাবারের নাম মেজবান জানবে না। সে খাবারের স্বাদও সে কোনো দিন পায়নি। এতিম ও গরিবকে সাহায্য করে আনন্দ পাবে। বাজারে বিক্রেতা জিনিসের ভুল করে কম বললে ক্রেতা তা শুধরে দিয়ে ন্যায্য মূল্য প্রদান করবে। কারো ভুলের সুযোগ কেউ গ্রহণ করবে না। একজন ঋণ চাইলে অপরজন প্রদান করবে। ঋণ পরিশোধে অক্ষম হলে সময় বাড়িয়ে দিবে। নইলে মাফ করে দিবে। অথবা ঋণী ব্যক্তির পক্ষে অপরজন এই ঋণ পরিশোধ করবে।

তৃতীয়তঃ আয় বুঝে ব্যয় করতে হবে। ঋণ করে বড়লোকী ধরনের চাল-চলন (Ostenta Tious Leving) থেকে বিরত থাকতে হবে। ঋণ করে ঋণ শোধ করা যাবে না। লোক দেখানো মানসিকতা পরিহার করে সাদাসিধে জীবন-যাপন করতে হবে। মনে রাখতে হবে–

'ভোগে মুক্তি নেই
ত্যাগেই মুক্তি'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

সক্রেটিস বলেছেন– 'কত বেশি জিনিস ছাড়া আমি চলতে পারি (How many thinks I can do without)'। রিযিকের কষ্ট দূর করতে হলে সক্রেটিসের কথা মেনে চলতে হবে।

চতুর্থতঃ অপচয় রোধ করতে হবে। ইংরেজীতে একটি প্রবাদ আছে– Waste not want not অর্থাৎ 'অপচয় করো না অভাবও হবে না'। অপচয় হলো–

এক. মন্দ কাজে টাকা খরচ করা;

দুই. ভালো কাজে টাকা খরচ করতে গিয়ে অতিরিক্ত খরচ করা;

তিন. সামর্থ্যের বাহিরে খরচ করা;

চার. লোক দেখানো ও আত্মপ্রচারের জন্য খরচ করা;

পাঁচ. অপচয় প্রতিরোধকারী ব্যক্তি আয় বুঝে ব্যয় করে।

আল্লাহ ছাড়া সবাই দরিদ্র

যার অধিকারে স্বীয় অভাব মোচনের পরিমাণ অর্থ-সম্পদ নেই এবং তৎপরিমাণ অর্থ উপার্জনের ক্ষমতাও তার নেই এরূপ লোককে দরিদ্র বলা হয়। দারিদ্র্যতার ব্যাপক অর্থ বুঝতে হলে অগ্রে ধনী কাকে বলে বুঝে নিতে হয়। যার কোনো কিছুর অভাব নেই, যিনি কোনো বিষয়েই কারও মুখাপেক্ষী নন তাকে প্রকৃত ধনী বলা যায়। একমাত্র সর্বাধিপতি আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত এমন ধনী আর কেউ নয় মানব-দানব, ফেরেশতা, শয়তান বা যা কিছু সৃষ্ট জগতে বিদ্যমান রয়েছে তাদের অস্তিত্ব এবং স্থায়িত্ব তাদের নিজ ক্ষমতায় হয়নি। তা তাদের আয়ত্তেও নয়। সুতরাং তারা সকলে পরমুখাপেক্ষী ও দরিদ্র। এই মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَاللّٰهُ الْغَنِىُّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَاۤءُ.

"আল্লাহ পাকই একমাত্র ধনী আর তোমার সকলেই দরিদ্র।" (সূরা মুহাম্মদ : আয়াত-৩৮)

হযরত ঈসা (আ.) ফকির শব্দের অর্থ এরূপ বর্ণনা করেছেন ঃ 'আমি আমার কার্যের দায়ে আবদ্ধ হয়ে পড়েছি, অথচ আমার কার্যের চাবিকাঠি অপরের হাতে রয়েছে। এমতাবস্থায় আমার চেয়ে অধিকতর নিঃসহায় আর কেউই নেই।'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned by CamScanner

দারিদ্র্যতার ফযিলত

নবী করিম (সা.) বলেছেন– 'গরিবেরা হলো ঐ উম্মতের সবচেয়ে উত্তম মানুষ এবং বেহেশতে প্রবেশে দুর্বলেরা হবে সবচেয়ে দ্রুতগামী।' তিনি আরো বলেন, 'আমার দু'টি পেশা আছে, যে তাকে ভালবাসল সে আমাকে ভালবাসল, আর যে তাকে ঘৃণা করল সে আমাকে ঘৃণা করল। তা হলো দারিদ্র্য এবং জিহাদ।'

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, একদিন জিব্রাঈল (আ.) রাসূলে মাকবুল (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা আপনাকে সালাম জানাচ্ছেন এবং আপনাকে জিজ্ঞাসা করছেন যে, আপনি যদি ইচ্ছা করেন তবে আল্লাহ তা'আলা ভূ-পৃষ্ঠের সমস্ত পাহাড়-পর্বত স্বর্ণে পরিণত করে আপনাকে দান করতে পারেন। আপনি ঐ সমুদয়কে যেখানে ইচ্ছা সম্মুখে উপস্থিত পেতে পারেন।' এতদশ্রবণে হুজুর আকরাম (সা.) উত্তর করলেন– হে জিব্রাঈল (আ.) আমি তা পেতে চাই না। এ পৃথিবীতে গৃহহীন লোকদের জন্য গৃহ এবং ধনহীন লোকের ধন। ইহজগতের ধন সঞ্চয় করা নির্বোধ লোকের কার্য। হুজুরের মুখে এরূপ উত্তর শ্রবণে হযরত জিব্রাঈল (আ.) বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা আপনাকে এই সুদৃঢ় মনোভাবের উপর অটল রাখুন।'

রাসূল (সা.) বলেছেন, 'দারিদ্র্য আমার গর্ব' (বৈধ পথের সীমিত রোজগারে সন্তুষ্ট থাকতে গিয়ে এবং সীমিত আয়ের মধ্যে থেকে আল্লাহর পথে ব্যয় করার কারণে যদি কারো জীবনে অর্থনৈতিক প্রাচুর্য না আসে তার সমপর্যায়ের অন্যান্য ব্যক্তিদের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রাচুর্য তার মনের উপর কোনরূপ বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করতে না পারে, তাহলে এটি গর্বের কথা, সৌভাগ্যের কথা, দারিদ্র্য আমার গর্ব রাসূলের এ কথাটি এক্ষেত্রেই প্রযোজ্য)। অপরদিকে রাসূল (সা.) বলেছেন : 'দারিদ্র্য মানুষকে কুফরির দিকে নিয়ে যেতে পারে।' যে দারিদ্র্যের কারণে মানুষ পরমুখাপেক্ষী হতে বাধ্য হয়। আল্লাহর কাছে নিজের প্রয়োজনীয় কথা বলার পরিবর্তে মানুষের কাছে ধরনা দেয় এবং কোনো এক পর্যায়ে অসম্মানজনক অথবা অবৈধ পথে পা বাড়ায় সে দারিদ্র্য অবশ্যই দুর্ভাগ্যজনক। এমন দারিদ্র্যই মানুষকে কুফরির পর্যায়ে আনে। আল্লাহর অকৃতজ্ঞ বান্দার পর্যায়ে নিয়ে যায়। তাইতো আল্লাহর রাসূল (সা.) তার দু'আর মধ্যে যেমন কুফরি থেকে পানাহ চেয়েছেন, তেমনি দারিদ্র্য থেকেও পানাহ চেয়েছেন। দু'আর ভাষা নিম্নরূপ ঃ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned by CamScanner

'হে আল্লাহ আমি অবশ্যই তোমার কাছে পানাহ চাই কুফরি থেকে, দারিদ্র্য থেকে এবং দুনিয়া ও আখিরাতের লাঞ্ছনাজনক অবস্থান থেকে।'

একটি সারগর্ভ দু'আ

হে স্রষ্টা! মহাবিশ্বের ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী এমন কোনো প্রাণী নেই, যার জীবিকার দায়িত্ব তোমার নয়। আমার জীবিকার দায়িত্বও তোমার। প্রভু গো! আমিও তো অতিথি। পৃথিবীতে কতদিনের জন্য এসেছি তা কেবল তুমিই জান। অতিথির সমাদর করার জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা তুমিই করে রেখেছ। তবুও আমার মন (ইয়াকীন) ঠিক হচ্ছে না বলে আমি তোমার উপর আস্থা রাখতে পারছি না। হে প্রভু! আমার বিশ্বাসকে দৃঢ় করে দাও। জীবিকার জন্য তোমার উপর পূর্ণ নির্ভরতা দান কর। হে আল্লাহ! রিযিক সম্পর্কিত বিষয়গুলো আমার অধীনস্থ করে দাও। রিযিকের প্রতি লোভ লালসা করা থেকে, এর প্রতি অন্তর ডুবে যাওয়া থেকে, এর কারণে মাখলুকের সামনে লাঞ্ছিত হওয়া থেকে, এর উপার্জনে চিন্তা-ভাবনায় ডুবে যাওয়া থেকে এবং এটা অর্জিত হওয়ার পর এর লোভ লালসা করা এবং কৃপণতা থেকে রক্ষা করো। হে অভাব শূন্য! আপনি ব্যতীত অন্য সবকিছু থেকে আমাকে অভাবমুক্ত করুন।

উপসংহার

দুনিয়ার রিযিক বণ্টনের ব্যবস্থা যে যুক্তি ও কল্যাণ দৃষ্টির উপর ভিত্তিশীল, তা লোকেরা বুঝতে পারে না। রিযিকের কম বেশি হওয়া আল্লাহর ইচ্ছা ও মঞ্জুরির সাথে সংশ্লিষ্ট, তাঁর সন্তুষ্টির সাথে নয়। তাঁহার ইচ্ছা ও মঞ্জুরির ক্রমে ভাল-মন্দ সব মানুষই রিযিক পেয়ে থাকে। আল্লাহকে যারা মানে তারাও পায়, যারা তাঁকে অমান্য করে, অস্বীকার করে তারাও পায়। কারো সম্পদ ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য প্রমাণ করে না যে, সে আল্লাহর খুব প্রিয় ও পছন্দনীয় ব্যক্তি। কারো রিযিকের সঙ্কীর্ণতা, অভাব ও দারিদ্র্য প্রমাণ করে না যে, আল্লাহর নিকট সে বুঝি অভিশপ্ত। আল্লাহর ইচ্ছা 'মাসিয়্যাতের' অধীন একজন যালিম ও বেঈমান ব্যক্তিও উন্নতি করে। প্রচুর সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করতে পারে, অথচ যুলুম ও বেঈমানি আল্লাহ আদৌ পছন্দ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned by CamScanner

করেন না। আল্লাহর ইচ্ছানুক্রমেই একজন সত্যাশ্রী ও ঈমানদার ব্যক্তিও ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং নানা প্রকারের দুঃখ কষ্ট ভোগ করে। অথচ এই গুণ আল্লাহর বিশেষ পছন্দনীয়। আল্লাহ তাঁর প্রিয় দাসদেরকে পরীক্ষাস্বরূপ উক্ত অবস্থার মধ্যে ফেলেন, তাঁর বান্দা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে এক পর্যায়ে তার ওপর থেকে দুঃখ কষ্টের বোঝা সরিয়ে নেন। শুধু আল্লাহর কাছে ভিখারি হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করলে কারো কাছে তিনি হাত পাততে দেন না। তাছাড়া কোনো ব্যক্তি যদি পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতি আনুগত্যশীল জীবন-যাপন করে আল্লাহ তাকে জীবিকার পেরেশানি দ্বারা পর্যুদস্ত করবেন এটা স্বাভাবিক নয়।

সমাপ্ত

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned by CamScanner

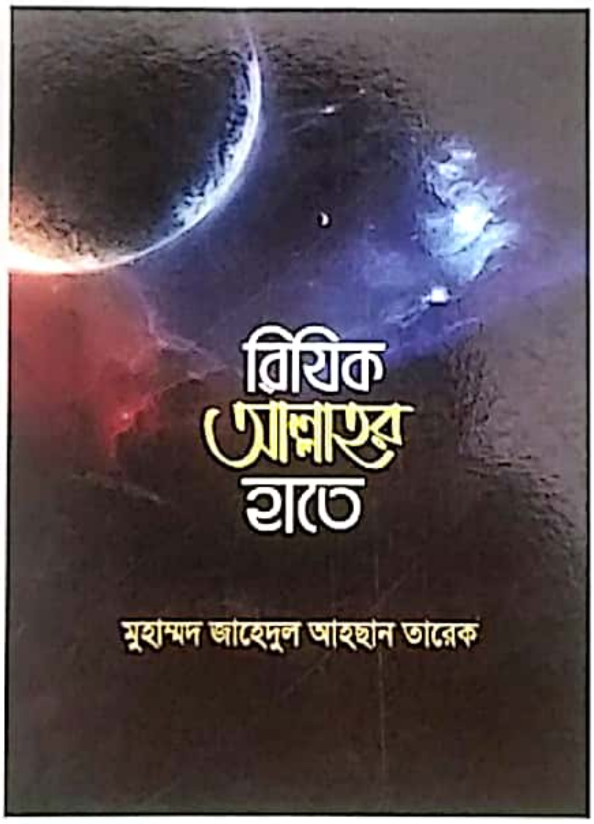

আহসান পাবলিকেশন
কাটাবন | বাংলাবাজার | মগবাজার
www: ahsanpublication.com

ISBN : 978-984-8808-51-1

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Scanned by CamScanner